মীরাবাঈ

নাটক

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীসরস্বতী প্রেস
১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

মীরাবাঈ আমার প্রথম নাটক। মহামতি টডের রাজস্থানে এই মহীয়সী প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলার যে সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে, অহাদ্বারা নাটক রচনা হয় না। তাঁহার অলৌকিক সাধনা ও সিদ্ধির রহস্যও প্রচলিত কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না; কাজেই কিম্বদন্তি এবং সরকারী কাগজ-পত্রাদিতে প্রাপ্ত তথ্যের উপরে, কল্পনার সাহায্যই আমায় বেশী লইতে হইয়াছে।

মীরাবাঈ মেবারের রাণা কুম্ভের মহিষী ও যোধপুর (মাড়োয়ার) রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা যোধরাওয়ের পৌত্রী, দুধরাওয়ের কন্যা। এ কারণ, মীরার জীবনের সহিত রাণা কুম্ভের জীবনও এক সূত্রে গ্রথিত। মীরা কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলনের দরুণ মেবারের রাষ্ট্রীয় জীবনে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহারও এ নাটকে সামান্য একটু আধটু উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

রাণা কুম্ভ ১৪১২—১৪৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মেবারের রাণা ছিলেন। মীরার জন্ম হয় ১৪২০ খৃষ্টাব্দে—কাজেই, তাঁহার সহিত সম্রাট আকবরের সাক্ষাৎকারের যে জনশ্রুতি ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাঁহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

টড্ বলেন, কুম্ভ ও মীরা উভয়েই কবি ছিলেন, এবং কুম্ভ গীত-গোবিন্দের একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এ টীকা মীরারই রচনা। মীরার গ্রন্থ "রাগ-গোবিন্দ" নামে অদ্যাপি রাজপুতনায় প্রচলিত।

বঙ্গীয় নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষের হাতে পড়িয়া নাটক ও নাট্যকারকে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। তাহার কারণ, নাটকাভিনয়কে তাঁহারা ব্যবসার দিক দিয়া দেখেন, আর নাট্যকার দেখেন নাটক ও সাহিত্যসৃষ্টির সিংহাসন হইতে। কাজেই, উভয়ে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। অবশ্য এটা ঠিক যে, এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ দর্শকই চান্ লোমহর্ষণ ঘটনাবলী ও হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। থিয়েটারের কর্ত্তারা অর্থাগম হইবে বলিয়া এই সকল লোকের মনোরঞ্জনই সর্ব্বপ্রথমে ভাবেন ও সেই জন্য অভিনয়ে কাব্যকলা ও রস সাহিত্যকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। বঙ্গের নাট্য-সাহিত্য যে এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে—ইহাও তাহার একটি প্রধান কারণ।

মানব-মনের সূক্ষ্ম ভাবাভিনয়, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঘটনা-বিহীন চিন্তা-স্রোতকে এদেশে তিন চারিজন অভিনেতা ছাড়া আর কেহই এ পর্য্যন্ত রূপ-দান করিতে পারেন নাই, সত্য—এই জন্য, থিয়েটারের কর্ত্তারা ভাবপ্রধান নাটক অপেক্ষা ঘটনাপ্রধান নাটকই সমধিক পছন্দ করেন। অভিনেতার অভাবেও যে নাট্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না, ইহাও খুব সত্য কথা।

আমার নাটকের প্রযোজনা কার্য্যে, স্বনামধন্য প্রবীণ নট শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু ও তরুণ দলের খ্যাতনামা বন্ধুবর শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কেবলমাত্র এই দুই

জনের চেষ্টায় ও যত্নেই নাটকখানি এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে অভিনীত হইতে পারিয়াছে। এ জন্য ইঁহাদের নিকট যে আমি কী কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী সুহৃদ্বর শ্রীচারুচন্দ্র রায় এই নাটকের রঙ্গমঞ্চ-সজ্জার ভার গ্রহণ করিয়া, কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই, আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ, পীড়িত হইয়া পড়েন। এঁর নিকট আমার বহু ঋণ পূর্ব্ব হইতেই জমা হইয়া আছে, এবার আরও বাড়িল মাত্র। ঋণ দিন দিন বাড়েই, কমে না—কথাটা খুব সত্য।

শ্রীসরস্বতী প্রেসের সুযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তা সুহৃদ্বর শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, মাত্র দুই দিনের মধ্যে এই পুস্তকখানির মুদ্রণকার্য্য শেষ করিয়া দিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে অগ্রণী না হইলে কখনই বইখানি এত শীঘ্র প্রকাশিত হইতে পারিত না। তাঁহার নিকট এ জন্য আমি বিশেষরূপে ঋণী রহিলাম।

আর একজনের সঙ্গে আমার অনেক বোঝা-পড়া আছে। তাহার স্থান ও কাল এটা নয় বলিয়া, বিরত রহিলাম। ইতি—
সন ১৩৩৫ সাল ৯ই ভাদ্র, শনিবার, দশমী—

কলিকাতা,
২৫শে আগষ্ট, ১৯২৮ } শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমতী মীরা দেবী

পরম কল্যাণীয়াসু—

মাতারূপে বক্ষে ধরি মোরে
মিটে নাই মা তোমার আশা,
আসিয়াছ তাই মোর ক্রোড়ে—
কন্যা হয়ে দিতে ভালবাসা।

ইতি সন ১৩৩৫ সাল,
৯ই ভাদ্র।

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষগণ

কুম্ভসিংহ—মেবারের রাণা।

ভানুসিংহ—ঐ ভ্রাতা।

গোবিন্দসিংহ—ঐ মন্ত্রী।

শেখর—রাজ-কবি।

মামুদ—মালবরাজ।

সুলতান—ঐ পুত্র।

রূপগোস্বামী—বৈষ্ণব।

রহিম ও করিম—মাঝিদ্বয়।

সেনাপতি, বৈষ্ণবগণ, সৈন্যগণ, ওমরাওগণ, গৃহস্থ, ইয়ারগণ, নাগরিকগণ, প্রহরী, বৈতালিক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

মীরাবাঈ—কুম্ভের পত্নী।

লালবাঈ—ঐ বিধবা ভগিনী।

গৃহস্থ পত্নী।

বৈষ্ণবীগণ, নাগরিকাগণ, ব্রজবাসিনীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

স্থান :—চিতোর, মালব, বৃন্দাবন ও দ্বারকা।

কাল :—পঞ্চদশ শতাব্দী

মীরাবাঈ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাণার কক্ষ।

কাল—মধ্যাহ্ন।

—০—

[কুম্ভ ও ভানুসিংহ]

কুম্ভ। তোমার বক্তব্য এখনও বুঝতে পারলুম না।

ভানু। মার্জ্জনা করতে আজ্ঞা হয়, মহারাণা! আপনি যদি দাসের বক্তব্য বুঝবো না মনে ক'রে থাকেন, তা হ'লে আমি চিরজীবন চেষ্টা করলেও আপনাকে বোঝাতে পারবো না।

কুম্ভ। তুমি কি বলচো? আমি কি অবিচার করেচি? কার উপর অবিচার করেচি?

ভানু। সমগ্র প্রজার উপর।

কুম্ভ। প্রজার উপর?

ভানু। আজ্ঞে হাঁ, মহারাণা! শুধু প্রজার উপর নয়, দেশের উপর, রাজ্যের উপর, রাজনীতির উপর, রাজধর্ম্মের উপর।

কুম্ভ। ধর্ম্মের উপর ? ভানুসিংহ, তুমি আমার মুখের উপর এমন কথা বল্‌বার স্পর্দ্ধা রাখ ? চিতোরের মহারাণা ধর্ম্ম-বিদ্রোহী ?

ভানু। মহারাণা, স্বয়ং শক্তি পুররক্ষিণী হ'য়ে আপনার রাজ্য রক্ষা কর্‌চেন। আপনি সেই শক্তির অবমাননা ক'রে সমস্ত প্রজার ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করে কি হিন্দু রাজ্যেশ্বরের যোগ্য কার্য্য করেচেন ?

কুম্ভ। প্রহেলিকা ! প্রহেলিকা ! এখনও বল্‌চো, ভানুসিংহ—আমি অহিন্দু আচরণ করেচি ? করালবদনা কালী কপালিনী—যিনি আমার রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমি তাঁর অপমান করেচি, একি সম্ভব ? তুমি কি বলচ ? শক্তির অবমাননা করেচি আমি ? নিশ্চয়ই তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েচে। না হলে, এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ কি করে উচ্চারণ করচ ?

ভানু। মহারাণা ! পত্নীপ্রেমে আপনি এমনি আত্মহারা হয়েচেন যে, আপনি নিজে শাক্ত হয়ে সামান্য এক রমণীর প্ররোচনায় চিতোরে গোবিন্দ-মন্দির স্থাপিত করেচেন।

কুম্ভ। গোবিন্দ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা বা গোবিন্দের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন, কালীভক্তের পক্ষে মহাপাপ—কোন্ শাস্ত্রমতে, ভানু ?

ভানু। মহারাণা, সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্রকারের মতে "পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" একটা প্রধান শাস্ত্রনীতি।

কুম্ভ। তা হ'লে এখন কি করতে চাও ?

ভানু। আপনি মহারাণা—রাজ্যেশ্বর, গোবিন্দ-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে, আমি এই মাত্র আপনাকে জানাতে চাই যে—

এর জন্য সমগ্র প্রজা আপনার উপর অসন্তুষ্ট, সকলেই আপনাকে স্ত্রৈণ ব'লে আপনার নামে দেশে দেশে কলঙ্ক প্রচার করচে। এ ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য সে বিচারভার মহারাণার, আমার নয়।

কুম্ভ। আমি চিতোরের রাণা। আমি যা ভাল বুঝেচি, তাই করেচি। তার উপর কথা কইবার বা মন্তব্য প্রকাশ করবার কারও কোনও অধিকার নাই। তুমি সহোদর, সেই জন্য এতক্ষণ তোমার এই প্রগল্‌ভতা নীরবে সহ্য করলাম। কিন্তু, সাবধান, আমারও ধৈর্য্যের সীমা আছে।

ভানু। মহারাণা! আমি সহোদর হলেও—মহারাণার একজন প্রজা মাত্র। যখন সামান্য রমণীর জন্য আপনি সমগ্র প্রজাবর্গকে উপেক্ষা করচেন, তখন আপনি যে আমাকে অবজ্ঞা করবেন, এর আর বিচিত্র কি! আমি বিদায় হলেম। কিন্তু, স্থির জানবেন—এই মহারাণীর জন্যই, আর ঐ গোবিন্দ-মন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্যই চিতোরের রাজ-সিংহাসন একদিন আপনার কণ্টকময় মনে হবে।

(প্রস্থান)

কুম্ভ। তাইতো! এ যে বিষম সমস্যা! শাক্তের হরিভক্তি কি পাপ? গোবিন্দ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা করে' কি আমি সমগ্র চিতোর রাজ্যে অশান্তির প্রতিষ্ঠা করলুম। হরিভক্তিপরায়ণা মীরা তবে কি রাজ্যে অশান্তির কারণ হবে? কি করি? তার মনে তো ব্যথা দিতে পারি না। হরিভক্তি কি তবে দুঃখের আধার?

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর। অমন কথা বলবেন না, মহারাণা! আপনার চিতোর রাজ্য এই গোবিন্দ-বিগ্রহ স্থাপনের জন্য সমস্ত ভারতে একটা মহাতীর্থ স্থান বলে পরিগণিত হবে।

কুম্ভ। সত্য বলচ, শেখর?

শেখর। মহারাণা, হরিপূজা অধর্ম্ম তাদের কাছে,—যারা মাত্র ধর্ম্মের ভাণ করে। হরিপ্রেম বড় মধুর। কালী, শিব, হরি ভেদ করেন তাঁরা—যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে ধর্ম্মপ্রচার করেন।

কুম্ভ। শুধু তাই নয়, শেখর—মহারাণীর প্ররোচনায় আমি মন্দির-প্রতিষ্ঠা করেচি, লোকে এ জন্যে স্ত্রৈণ বলে' আমার অপযশ ঘোষনা কর্‌চে। মহারাণীকেও দোষী সাব্যস্ত কর্‌চে।

শেখর। মহারাণা, মার্জ্জনা কর্ব্বেন। কত জন্মান্তরীণ পুণ্য করেছিল এই চিতোরবাসী, কত কঠোর তপস্যা করেছিলেন আপনি, তাই কমলার সারাংশভূতা মহাদেবী হরিভক্তিপরায়ণা মহারাণী মীরাদেবীকে পত্নীরূপে লাভ করেচেন। হো'ক সে সহোদর, হো'ক সে আপনার পুত্র—হো'ক সমগ্র চিতোরবাসী প্রজামণ্ডলী—মহারাণা, দাসের এইমাত্র নিবেদন, ভ্রমেও যে এই মহাদেবীর বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ কর্ব্বে, মহারাণার কাছে যেন-সে কঠোর শাস্তি পায়। আপনি সামান্যা মানবীকে পত্নীরূপে লাভ করেন নি—সাক্ষাৎ দেবী—শাপভ্রষ্টা নারায়ণী চিতোর রাজ্য পবিত্র করবার জন্য আজ আপনার গৃহলক্ষ্মীরূপে আবির্ভূতা। আসুন, মন্দিরে আসুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—চিতোর গোবিন্দ-মন্দির।

কাল—সন্ধ্যা।

[মন্দিরে গোবিন্দজীর বিগ্রহ। আরতিঅন্তে বৈষ্ণবগণের প্রস্থান।]

[গাহিতে গাহিতে মীরার প্রবেশ]

গীত

বৃন্দাবন-চন্দ্র, জয়, ইন্দীবর-দল-শ্যাম,
ইন্দু-শোভা-নিন্দি মুখ, বন্দি বাস-নন্দধাম।
পীতাম্বর বরদরূপ, গোকুলে চির হৃদয়-ভূপ,
শ্রীরাধা-মুখ-মধু-মধুপ, পদে মূর্ত্ত কাম॥
হর হে সব কলুষ পাপ, বার' হে যম যাতনা-তাপ,
বলরীকৃত কেশ-কলাপ, কলাপী-পাখে নয়নারাম॥
কমলা রাধা-কমল-দলে, দ্যোতক, হরি, ভৃঙ্গছলে,
সজল-ঘন জলদ-গলে, অচঞ্চল বিজলীদাম,—
চরণ ছাঁদা, অধরে বাঁশী, নয়ন বাঁকা, মধুর হাসি,
মরণ-মোহ-পাপ-বিনাশী, শরণ চির মোহন-ঠাম॥

মীরা। কথা কও, কথা কও, হে পরাণ প্রিয় !
আর কেন রয়েছ নীরব,
আর কেন থাক দূরে দূরে ?
হে দুর্ল্লভ, জীবন-বল্লভ,
আর কতকাল ছাড়ি এই হৃদি সিংহাসন—
রবে তুমি দূরে, মৌন, মূক, দয়াময় ?
একটী মুখের কথা শুনিব বলিয়া
কত যুগ যুগান্তর, জন্ম জন্মান্তর,
উদ্‌গ্রীব উৎকর্ণ ব্যগ্র আছি আমি ব্যর্থ প্রতীক্ষায়।
তুমি তো সকলি জান—অন্তর্যামী তুমি।
এখনো কি হয় নি সময় ?
কবে তবে হ'বে সেই শুভ প্রভাতের অরুণ-উদয় ?
হে অনাথ-নাথ, পতিত-পাবন, কৃপায় তোমার
অসম্ভব সম্ভব সকলি হয়।
তুমি যদি কর মন, পতিত-পাবন,
সমগ্র চিতোরবাসী, রাজ্য, রাজা, প্রজা
ভক্তিভরে তোমারে করিবে পূজা—
ভুলি দ্বেষ, মান, অভিমান—
হরিপ্রেমে বিশ্বপ্রাণ উঠিবে মাতিয়া।
চাহ, চাহ, নাথ, করুণা-নয়নে ;
বাঞ্ছাপূর্ণ কর দয়াময় !
যেন রাজ্যময় ছোটে, হরিভক্তির প্লাবন।
নারায়ণ, আকিঞ্চন পুরাও দাসীর।

লহ, লহ, নাথ, প্রণাম আমার।
গতি নাহি আর—এ দীনা মীরার, ও রাঙ্গা চরণ বিনা—
এস, এস, বস হৃদে, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা মম।

[কুম্ভের প্রবেশ]

কুম্ভ। প্রিয়ে! পূরেছে ত অভিলাষ তব?

মীরা। এস, এস মহারাণা!
নাহি ছিল জানা—এত ভাগ্য হইবে দাসীর—
তব শুভ আগমন হ'বে এ মন্দিরে।
লহ, দেব, প্রণাম দাসীর।

কুম্ভ। প্রিয়ে!
মনোসাধ পুরেছে তো তব?
চল এবে যাই অন্তঃপুরে।

মীরা। প্রভু, দেবতা আমার,
আজ গৃহে যেতে মন নাহি চায়
ফেলে দেবতায়—প্রাণের ঠাকুরে একা।

কুম্ভ। একি অসম্ভব বাণী, রাণী? কি কহিবে সবে—
একাকী মন্দিরে যদি কাটাও রজনী?

মীরা। প্রভু, রাখ অনুরোধ—
এস দোঁহে মিলি আজ
"শ্রীগীতগোবিন্দ" গানে কাটাই রজনী।
আজি বড় শুভদিন জীবনে আমার।

আনন্দে—পরমানন্দে
এস বন্দি নন্দের নন্দনে—
ফিরাইয়া আনি কালাচাঁদে
বৃন্দাবন-কালিন্দীর তমাল-তলাটি হ'তে।

কুম্ভ। প্রাণেশ্বরি, শ্রান্ত আমি অতিশয়—
চল যাই অন্তঃপুরে।

মীরা। প্রভু, লভ'গে বিশ্রাম তুমি,
আজি আমি—

কুম্ভ। সে কি প্রিয়ে!
তোমারি তৃপ্তির তরে
ত্যজি লোকলজ্জা ভয়
চিতোরে গোবিন্দ-মূর্ত্তি করিনু স্থাপন।
কারো কথা না তুলিনু কাণে
তব তৃপ্তিহেতু। আর,
প্রতিদানে তার, ইচ্ছ তুমি থাকিতে মন্দিরে—
অন্তঃপুরে যেতে নাহি চাও?

মীরা। প্রভু, ভয় হয় সদা—কখন মরিয়া যাব—
কৃষ্ণনাম হবে নাকো বলা।
তাই ভয়ে নিদ্রা নাহি আসে।
অন্য কথা বলিতে ডরাই— কৃষ্ণকথা ছাড়া।
যে সময়টুকু যায় বৃথা কাজে,
মনে হয়—হ'ল অপব্যয়,—
কি জানি প্রভাতে কিবা হয়।

কৃপা করি দিয়েছ গোবিন্দ,
দাও ছুটি, পূজি শ্রীহরিরে।

কুম্ভ। কি কহিছ নির্বোধের মত !
রাণী তুমি, মহারাণী চিতোরের—
অন্তঃপুর ছাড়ি
রহ যদি গোবিন্দ-মন্দিরে,
কি কহিবে পুরবাসী যত ?
স্বামী আজ্ঞা না কর লঙ্ঘন,
চল অন্তঃপুরে।
কালি প্রাতে পুনঃ আসিয়া মন্দিরে
প্রাণ ভরি ক'র পূজা শ্রীহরিরে তব।

(মীরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া)

মীরা। প্রভু, প্রভু, কর ক্ষমা—
গৃহপানে না চাহে চলিতে পদ।
আজ্ঞা দেহ, আজি রাত্রি
প্রাণভরে ডাকি গোবিন্দেরে।

কুম্ভ। (উষ্ণভাবে) ডাক, ডাক—খুব ডাক .
আর আমি বারিব না তোমা।
ইচ্ছা হ'লে যেও গৃহে—না হয়, যেও না।
শুধু আজি রাত্রি কেন ?
আমরণ কাল আমি দিনু অবকাশ—
প্রাণ ভরে কর পুজা গোবিন্দে তোমার।

(বিরক্তি সহকারে প্রস্থান)

মীরা। প্রভু, ক্ষম দোষ অধিনীর।
প্রাণের মাধবে ছাড়ি
যেতে যে চাহে না মন ।

(লালবাঈর প্রবেশ)

লাল। ছি! ছি! মীরা,
একি তব আচরণ ?
কুল-নারী তুমি—মহারাণী চিতোরের .
নহ তুমি বালিকাটি আর !
অন্তঃপুর ছাড়ি,
স্বামী-বাক্য অবহেলি, রহিবে মন্দিরে ?
জেন' মীরা,
বিবাহের পরে
নারীর নিজস্ব আর থাকে নাকো কিছু।
বিবাহের পর হতে
দেহ, প্রাণ, মন, জীবন, যৌবন
সকলেরই অধীশ্বর—একমাত্র স্বামী।

মীরা। কিন্তু মনপ্রাণ বিকায়েছি আমি
গোবিন্দের পায়—আমি শুধু
গোবিন্দের দাসী ।

লাল। স্বামীর সেবিকা তুমি সকলের আগে,
তার পরে দেবতা তোমার।
রমণীর স্বামী গুরু, দেবতা, ঈশ্বর,

ইহকাল, পরকাল, স্বর্গের ও উপরে।
স্বামীসেবা সকলের আগে।
শ্রীহরির সেবা হয় পূজিলে স্বামীরে।

মীরা। গোবিন্দের প্রীতি হয় স্বামীরে পূজিলে ?

লাল। ইথে কোন' নাহিক সন্দেহ !
রমণীর স্বামী কৃষ্ণ, ইহকাল, পরকাল সব,
কৃষ্ণরূপে সেবিলে স্বামীরে
কৃষ্ণ প্রীত হ'ন ;
স্বামী বিনা রমণীর গতি মুক্তি নাই।
মনোব্যথা দিও না স্বামীরে।

মীরা। কায়-মন-প্রাণে সেবিলে স্বামীরে
প্রীত হন প্রাণের মাধব ?
হে পরাণ প্রিয়, দাও, দাও মোরে
দেখাইয়া পথ,
কোন্ পথে গেলে আমি পাইব তোমারে।
পুরাও প্রাণের ইচ্ছা, প্রাণের মাধব।
দিদি, দাও মোরে ক্ষণেকের অবসর আর,
গোবিন্দে বুঝায়ে যাব স্বামীর নিকট।

লাল। বেশ, যা ভাল বোঝ কর।

[প্রস্থান।

[মীরা প্রভুর সম্মুখে করজোড়ে ধ্যানস্থ
হইয়া বসিয়া]

গান

দেখিনি তোমায়, জানিনা তোমার
বসতি কোথায় বঁধু।
শুনেছি কেবলি নামটি তোমার,
তাতেই এতেক মধু?
নামে যার হেন করেছে পাগল
সকলি ভুলায়ে এটেছে আগল,
রূপটি তাঁহার দেখিলে না জানি
বাঁচে কি গো কেউ কভু?
এত যদি মিঠে নামটি তাঁহার
রূপ তবে তার কাম-কামনার
দেখিলে বুঝি বা গলে যেতে হয়,
মরে যেতে হয়, প্রভু।
(শুনে হ'তে নাম, এই পরিণাম
ভুলিতে নারি যে তবু)।

[পটক্ষেপণ]

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—চিতোর রাজপথ

কাল—প্রভাত

[চারিজন নাগরিক]

১ম নাগ। ওরে মুখ্যু, এই যে মাগী মদ্দয় মিলে, দিন নেই, রাত নেই, স্থান নেই, অস্থান নেই, ক্ষ্যাপা কুকুরের মত একঘেয়ে "হরিবোল" আর "হরিবোল" ক'রে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে, এতে কি দেশের লোকের স্বভাব চরিত্তির কারু ভালো থাক্‌বে, মনে করিস্ ?

২য় নাগ। তা বটে, খুড়ো, আমাদের গেরস্ত বাড়ীর অনেক মেয়েও ঐ দলে ভিড়তে সুরু করেচে, দেখ্‌চি—

৩য় নাগ। হাঁ, হাঁ—হাঁ—হাঁ—বারণ করে দিও খুড়ো, বারণ করে দিও—গতিক বড় ভালো নয়—শেষে কি—

৪র্থ নাগ। পুরুষরা মেশে, মিশুক, কিন্তু স্ত্রীলোক ? খবরদার—

২য় নাগ। কেন ভাই ?

৩য় নাগ। আরে তাও জান না বুঝি ?

সকলে। না, না, কি ভাই ? কি ভাই ?

৩য় নাগ। তবে শোন'—কেষ্টপূজার মজা হচ্ছে এই যে, ঐ সব বোষ্টম মদ্দগুলো হয় কেষ্ট—আর মাগীগুলো হয় রাধিকে, গোপিনী এই সব ; এই না হয়ে, রোজ ওরা রাত্রে ঐ মন্দির, না

কি, ওটাতে, মানভঞ্জন, রাসলীলে বস্তোরহরণ এমনি কত সব কি করে !

সকলে। বটে ? বটে ?

১ম নাগ। তা হ'লে ঐ মন্দির, না কি, ঐটেই—কেষ্ট-ভজাদের প্রধান আখড়া তো ? ওটাকে ওঠাতে হবে।

২য় নাগ। দেশ থেকে কেষ্টপ্রেমের জড় মেরে দাও, খুড়ো।

৪র্থ নাগ। খুড়োর দ্বিতীয় পক্ষ কি না !

৩য় নাগ। তাই উনি একটু অতিরিক্ত সাবধানী—আর সেই জন্তেই খুড়োর কেষ্টপ্রেমে এত ভয়। আমি তোমায় ভয় দিচ্ছি মামা, তোমার কোন অভয় নেই। মহারাণীর মত সুন্দরী মেয়ে মানুষের আখ্‌ড়া ছেড়ে, মামীর আড্ডায় কেউ যাবে না বাবা—তুমি নিশ্চিন্তি থাক—

১ম নাগ। কি সব চোয়াড়ে ইয়ারকি করিস,—ভালো লাগে না, যাঃ।

৩য় নাগ। চটো কেন, ভাই ? রাণার মাথা খারাপ হয়েচে—তাই তো মহারাণী এতো আস্কারা পেয়ে পথে পথে ধেই ধেই করে নেত্য ক'রে বেড়াচ্ছেন। তোমার মাথা যদি খারাপ হয়, মামা, তা হ'লে মামীর অবস্থাটা কি রকম সঙ্গীন্ হবে, একবার ভেবে দেখ দিকিন্ ?

৪র্থ নাগ। আচ্ছা, রাণার মাথা কি সত্যি সত্যিই খারাপ হয়েচে ? না, ওটা গুজব ?

৩য় নাগ। বাঃ, গুজব কেন হ'বে ! খাঁটি সত্যি কথা।

২য় নাগ। কে বল্‌লে ?

৩য় নাগ। রাজকুমার ভানুসিংহের মহলে এই নিয়ে মহা হুলুস্থুলু চল্‌চে, তা জানিস্ না বুঝি ?

সকলে। না, না, কি রকম ? কি রকম ?

৩য় নাগ। ভানু লোকটা খুব খারাখারি কিনা ; সে কোনও কথা চেপে রাখে না, খোলাখুলি সব বলে দেয়। সেদিন সব চারণ, ব্রাহ্মণ, যতি, ভাটদিগকে ডাকিয়ে জানিয়ে দিয়েচে যে, রাণার মাথা একদম বিগড়ে গেছে, তিনি রাজকার্য্য আর কিছুই করতে পারেন না।

১ম নাগ। তবে ?

৪র্থ নাগ। গোবিন্দসিংহ বুড়ো আছে, রাজ্য চালাবার জন্যে তো ভাবনা নেই ! তারপর ? তারপর ?

৩য় নাগ। ভানুসিংহ আর একটা জিনিষ লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

সকলে। কি ? কি ?

৩য় নাগ। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম আসায়, আমাদের রাজপুতের সনাতন শক্তি-পূজায় বিশেষ ব্যাঘাত হচ্চে। আরে বাপু, আমরা বীরের জাত, যুদ্ধ করে খাই, আমাদের কি অহিংস বৈষ্ণব হ'লে চলে ?

সকলে। তাইতো, তাইতো—

২য় নাগ। তা রাণার আজ না হয় মাথা খারাপ হয়েছে, প্রথমে তবে এসব করতে দিলেন কেন ?

১ম নাগ। আরে ও ব্যাটা গাড়োল, গাড়োল। স্ত্রীর কথায় ওঠে, বসে—ওকি একটা মানুষ নাকি? ওর চেয়ে ওর ভাই ভানুসিংহ খুব লায়েক লোক।

৩য় নাগ। আরে মহারাণীও তো—(কুৎসিত ইঙ্গিত করণ)।

সকলে। তাই নাকি? তাই নাকি! হ্যাঁ, হ্যাঁ!

৩য় নাগ। এ আর বুঝতে পারচ না বাবা! অমন পদ্মফুল যেখানে, সেখানে বাবা, দুটো ভ্রমর না জুটে কি থাকতে পারে?

২য় নাগ। এইবার ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট জলের মত বোঝা যাচ্ছে। তাইতো ভাবি, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ আচম্বিতে রাণা ক্ষেপলেন কিরে, বাবা?

৩য় নাগ। এ অবস্থায় কোন্ ভদ্রলোক না ক্ষেপে থাকতে পারে, বল?

৪র্থ নাগ। আচ্ছা, রাণীকে তো এখনো বিয়ের ক'নে বল্লেই হয়। এর পেটে এত গুণ? মাড়োয়ারী মেয়ে এমন খেলোয়ার?

১ম নাগ। তা হ'লে ভানুই রাজ্যভার নিক্‌না কেন?

৩য় নাগ। সেই রকম কথাই ত হচ্ছে। চারণবামুনেরা ভানুর জন্মেই তো এখন চেষ্টা করচে। আর ভানু রাণা না হলেই বা কে হবে? রাজ্য ত অরাজক থাকতে পারে না!

২য় নাগ। আর দেখ, ভানু রাণা হলেই কিন্তু এ সব ভণ্ডর কাণ্ড দেশ হ'তে দূর হ'য়ে যাবে।

৪র্থ নাগ। আহা! তবে তাই হোক, ভানুই রাণা হোক, —(নেপথ্যে খোল করতালের আওয়াজ) ঐরে—ঐ—আসচে কেত্তনের দল! চল, চল, সরে পড়ি, সরে' পড়ি—

[সকলের কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান। বিপরীত দিক হইতে বৈষ্ণববৈষ্ণবীগণসহ মীরা সংকীর্ত্তনের শোভা-যাত্রার সঙ্গে প্রবেশ করিলেন]

গীত

ধন-জন-পরিবার　　মিথ্যা এ সংসার
তুমি কার, কে তোমার? হরিবোল্, হরিবোল্।
নয়ন-মায়াঞ্জন,　　ঘন মোহ-গুঞ্জন
নিরঞ্জন-রঞ্জন—হরিবোল্, হরিবোল্।
মুনিগণ যে চরণ স্মরণ বরণ করে—
জনম জনম মাগে জনম মানব-ঘরে,
সে মানব-জনমের করোনা গো অপমান,
নিমেষে-নিমেষে নিভে জীবনের দীপদান—
হরিবোল্, হরিবোল্।
অলীক আলেয়া-আলো, তাহারে বাসিয়া ভাল
যাপ' বৃথা নিশা-দিবা উপেখি অমৃত-আলো
হরিবোল্, হরিবোল্।
দিন যায় জরা আসে, শিয়রে মরণ হাসে—
পড়ে রবে সব পিছু, তোমার সকল কিছু,
হরিবোল্, হরিবোল্।
এখনো সময় আছে—বাঁচালে এখনো বাঁচে,
সব ফেলে এস চলে, বিরাট অভয় তলে—
হরিবোল্, হরিবোল্॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

[পটক্ষেপণ]

চতুর্থ দৃশ্য

—০—

স্থান—প্রাসাদ-কক্ষ।

কাল—অপরাহ্ণ।

মীরা গাহিতেছিলেন—

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজনু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে সব হবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান।
পথপানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস-শিরোমনি আসিবে এখনি
বড়ু চণ্ডিদাসে ভণে॥

মীরা। দয়াময়, আর কত ছলিবে দাসীরে?
কবে হবে দিন—একান্তে তোমায় পাব!
দেখাইয়া দাও পথ, অবোধ বালায়,
যাহে, তব পদে স্থির মনে অর্পিবারে পারি
জীবনের আকাঙ্ক্ষা যতেক।

[কুম্ভের প্রবেশ]

নাথ, দেবতা আমার,—ত্যজ অভিমান,
কর দয়া—বাঁচাও নির্ব্বোধ এই সেবিকার প্রাণ।

কুম্ভ। হইয়াছে হরিপূজা শেষ?

মীরা। শেষ হবে জীবনের সনে।

কুম্ভ। তবে, গোবিন্দ-বিগ্রহ ছাড়ি
অপবিত্র গৃহে কেন, গোবিন্দের দাসী?

মীরা। ত্যজ রোষ, দেবতা আমার!
নারী আমি বুদ্ধিহীনা!
দাসী আমি একান্ত তোমার!
গৃহে আমি রব যতক্ষণ, চাই শুধু সেবিতে তোমায়!
গোবিন্দের সেবা হবে, সেবিলে তোমায়।

কুম্ভ। সেবা? শুধু সেবা?
তাও পুন গোবিন্দের সেবাচ্ছলে!
হায় নারী—
শুষ্ক সেবা পারে কি কখনো মিটাতে প্রাণের ক্ষুধা?
শোন' মীরা—চিতোরের মহারাণী তুমি,
সেবিকার অভাব মেটাতে
করি নাই বিবাহ তোমায়।

মীরা। জানি, প্রভু, রাজ-রাজেশ্বর তুমি—
নাহি কিছু অভাব তোমার!
তবু দেহ' শুধু এই ভিক্ষা মোরে

প্রাণভরে সেবি তোমা, ভক্তি নিবেদিয়া—
সেবিলে তোমারে, কৃষ্ণসেবা হবে মোর।

কুম্ভ। ভক্তি দাও দেবতায়, দেবতায় ভক্তি দাও—
দেবতার প্রাপ্য তাহা।
আমি শুধু সামান্য মানব—
মানবের প্রাপ্য যাহা, তাই মোরে দাও।

মীরা। মোর কাছে নহ' তুমি মানব কখনো—
স্বামী তুমি, দেবতা আমার,—
স্বামী কৃষ্ণে না চাই করিতে ভেদ!
কায়-মন-প্রাণে চাই সেবিতে তোমায়—
গোবিন্দের প্রীতি-হেতু।
দেহ অনুমতি, পুরাও আমার সাধ—

কুম্ভ। অদ্ভুত রমণী তুমি মীরা,
অদ্ভুত বাসনা তব, অপূর্ব্ব কল্পনাতীত;
মনে হয়, তুমি এক মহা প্রহেলিকা, দুরন্ত বিস্ময়।

মীরা। কি সে প্রভু?

কুম্ভ। তুমি চাহ' সামান্যা সেবিকা-সম সেবিতে আমায়?

মীরা। ক্ষতি কিবা তায়?

কুম্ভ। মেবারের মহারাণী—দাসীসম সেবিবে রাণায়,
লোকে কি বলিবে ইথে?

মীরা। কি বলিবে? স্বামী-কার্য্যে পত্নী কভু নহে মহারাণী।
স্বামী-পাশে সে শুধু সেবিকা, দাসী।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, কিম্বা লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের—

পতিপাশে অতি দীন দরিদ্রের ভার্য্যা-সম
কেবলি সেবিকা, দাসী, আর কিছু নয়।

কুম্ভ। হোক! ত্যজ এ কল্পনা অসম্ভব!
ভুলে কেন যাও প্রিয়ে—
সামান্য মানুষ মোরা, নহিক' দেবতা!

মীরা। তবে—তবে, কি হইবে উপায় আমার?
স্বামী তুমি, তুমি তবে বলে দাও মোরে
কিসে তুমি সুখী হবে, কি দিয়ে তুষিব তোমা—
যাহে তুষ্ট হবেন শ্রীহরি?
জেন' প্রভু, আমি দাসী—
দাসী যে, সে দাসী চিরদিন।

কুম্ভ। নহ দাসী, তুমি পত্নী মোর—তুমি রাণী—

মীরা। প্রভু, কর ক্ষমা—

কুম্ভ। শোন মীরা, ত্যজ' বৃথা লজ্জা ও সঙ্কোচ।
তুমি পত্নী, আমি স্বামী তব।
আপন হৃদয় দিয়া বুঝিতে যা হয়,
নাহি যদি বুঝ' তাহা, আমি নিরুপায়।

মীরা। সেবাহীন, কর্ম্মহীন জীবন-যাপন
রাজ-প্রাসাদের বিপুল ঐশ্বর্য্যমাঝে—
এ যে বড় দুর্ব্বহ, দুঃসহ—

কুম্ভ। বুঝিতে না পারি, কি চায় তোমার মন!
চেয়েছিলে চিতোর-প্রাসাদে, গোবিন্দ-বিগ্রহ এক,—
দিনু তাই তুষিতে তোমায়—

জান কি তা' কত ক্ষতি সহি' ?
চিতোরের আরাধ্য দেবতা—শক্তি আর শিব,
তার পাশে বসাইতে বৈষ্ণবের গোবিন্দ-বিগ্রহ,
দেশমাঝে রটিয়াছে ভীষণ দুর্ণাম মোর—
কহে সবে, মালব-বিজয়ী কুম্ভ
চিতোরের রাজধর্ম্ম দে'ছে বিসর্জ্জন, স্ত্রৈণতা কারণ।
প্রজাগণ, জ্ঞাতি, পুরোহিত—সহোদর ভাই মম
বক্রহাস্যে ফিরা'য়েছে মুখ—
গ্রাহ্য তাহা করি নাই—শুনি নাই কারো কথা—
মানি নাই প্রজাদের বাধা—কার তরে জান নাকি ?

মীরা। হরিহীন ছিল এ প্রাসাদ জলন্ত নরকসম—
এবে সেথা উঠে নিত্য বৈকুণ্ঠের গান।
এতদিন রাজোদ্যানে ফুটিত যে ফুল—
যোগাত' তাহারা শুধু বিলাসীর কামনার মধু,
এবে সেই ফুল শ্রীকৃষ্ণচরণে পড়ি
পবিত্র নির্ম্মাল্যরূপে ফিরে শিরে শিরে।
যে বিবিধ অত্যুত্তম ব্যঞ্জন-সম্ভার,—
এই ছার নর-রসনায় লভিত মরণ,
আজ তা'রা ভগবানে নিবেদিত হয়ে
হয়েছে পবিত্র মহাপ্রসাদ চিতোরে ;
শত শত বৈষ্ণবের পদরজে, হরিগুণ গানে,
পবিত্র প্রসন্ন আজি চিতোরের আকাশ, বাতাস।
বৃন্দাবন এসেছে চিতোরে,

প্রতিষ্ঠিতে চিরন্তন যৌবরাজ্য তার।
পতি—গুরু, ইহকাল, পরকাল মোর,
এ তব অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ঘোষিবে মানব।

কুম্ভ। কীর্ত্তি নহে, নারি, অপকীর্ত্তি ঘোষিছে দারুণ!
কা'রে দিব দোষ? দুর্ভাগ্য আমারি।
চিতোরের পাটরাণী, মেবারের রাজলক্ষ্মী তুমি,
সূর্য্য চন্দ্র নারে যার অবগুণ্ঠনের প্রান্ত পরশিতে,
সে তুমি ফিরিছ পথে পথে, নাচি নাচি, গাহি গান,
শত লুব্ধ কৌতুহলী চক্ষের উপরে—
শত শত অনাত্মীয় পুরুষের সাথে;
দেখিতেছি তাও, সহিতেছি তাও,—
সব জেনে শুনে, তবু আমি দিছি অনুমতি।
কেন, তা' কি কহিব বুঝায়ে?

মীরা। অপার করুণা তব এ দাসীরে নাথ—

কুম্ভ। আর, তার ফলে আজি তুমি চলে গেছ দূরে!
ইচ্ছা তব, দিবানিশি অতিবাহি গোবিন্দ-মন্দিরে,
অবসরকালে শুধু আসি, দাসী সম সেবিবে আমারে,
তাও কৃষ্ণপূজা হবে বলি!

মীরা। নাথ, ক্ষমা কর অবোধ দাসীরে,
দাও মোরে বুঝাইয়ে—কিসে তুমি হবে সুখী।
পাইয়াছি গোবিন্দ-বিগ্রহ আমি তোমারি কৃপায়;
তুমি না হইলে তুষ্ট—রুষ্ট হবে শ্রীহরি আমার।

কুম্ভ। মীরা, মীরা, নাহি জানি কেমনে বুঝাব তোমা—
বুভুক্ষু, বুভুক্ষু আমি।
হৃদয়ের উপবাস আর আমি সহিতে না পারি।
মিনতি তোমায়, থাকিও না সরে' আর,
রেখো না'ক আমারে সুদূরে।
দয়া কর, দয়া কর মোরে, পূরাও বাসনা মোর,
মিটাও এ অন্তরের দারুণ পিপাসা;
শান্ত কর এ দুঃসহ ঘোর বহ্নি-জ্বালা।

মীরা। দয়াময়! বল দাও অবলা বালায়।
(ক্ষণপরে) যথা ইচ্ছা নাথ, তব ইচ্ছা করিনু বরণ।

(কুম্ভ কর্তৃক মীরাকে আলিঙ্গনোদ্দম—নেপথ্যে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি)

ঐ—ঐ আরতির শঙ্খ ঘণ্টা রব।
গোবিন্দের স্তবগান ডাকিছে আমায়—
আয়, আয়, আয়। কে বাঁশী বাজায়—
বৃন্দাবন বিপিনের কদম্ব-শাখায়,
সব ফেলে' নর নারী ধায়—

(বিহ্বল ভাবে প্রস্থান)

কুম্ভ। তবে আর কেন, আর কেন? এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর। মহারাণা! ছাড়িয়া "গীতগোবিন্দ", ব্যস্ত কি রয়েছ তুমি মোহ-মুদ্গরের কোনো ভাষ্য-রচনায়?

কুম্ভ। বরিনু যাহার তরে স্বেচ্ছায় এ শিরে
কলঙ্কের এ গুরু পশরা, তার আজ এই ব্যবহার ?

শেখর। রাণা—

কুম্ভ। মীরা যেন আলেয়া একটা, মরীচিকা, মায়ামৃগ সম,
মিছে আমি ছুটিতেছি পিছু পিছু তার।
পত্নী হ'য়ে দিবে না সে ধরা পতি-পাশে ?
নিরাশায় ক্লান্ত প্রাণ, মন পিপাসিত।

শেখর। সখা, সখা, এ চিত্তবিভ্রম তব শুভশংসী নয় !
হয়োনা অধীর হেন—রেখ মনে প্রতিজ্ঞা তোমার—
অমর্য্যাদা করিও না রাণীরে কখনো।
বহু সুকৃতির ফলে তব, পত্নীলাভ ঘটিয়াছে হেন।

কুম্ভ। সুকৃতি, সুকৃতি ! চাহিনা এ সুকৃতিরে আমি,
পার যদি, লও ফিরাইয়া—
ক্লান্ত আমি, পরাজিত জীবন সংগ্রামে।

শেখর। মস্তিষ্ক হয়েছে এবে উত্তপ্ত তোমার,
কিছুক্ষণ চিত্ত-বিনোদন কর ললিত কলায়।

কুম্ভ। বিধি-বিড়ম্বনা, বৃথা চেষ্টা তব, সখা !

শেখর। ডাক' রাজগীতিগণে, শুনাক্ সঙ্গীত ;
সঙ্গীতে অবশ মন জাগিবে আবার।

কুম্ভ। সঙ্গীত ? উত্তম এ প্রস্তাব তোমার—
প্রহরি !

(প্রহরীর প্রবেশ)

এখনি লইয়া এস নগরের শ্রেষ্ঠ কলাবতী,
রূপসী নর্ত্তকীগণে—শুনাবে সঙ্গীত মোরে ।

শেখর। নর্ত্তকী ?

কুম্ভ। আর শোন, যেথা পাও ল'য়ে এস সুরা—

(প্রহরীর প্রস্থান)

শেখর। নর্ত্তকী ও সুরা ?—সে কি মহারাণা ?

কুম্ভ। স্তব্ধ হও, শুনিব না কোনো কথা।
বহু ভাগ্যে, সুকৃতির ফলে,
পাইয়াছি পত্নীরূপে স্বর্গের দেবীরে,
কৃষ্ণপ্রেমে হতেছে উদ্ধার, নরনারী নিত্য শত শত—
বহু পুণ্য-ফলে মোর, যে ফলে এ সুখ মোর !
নহে কি এ বহু ভাগ্য, সখা ?
পুণ্যবান্, ভাগ্যবান্ আমা হ'তে কেবা ?

(প্রহরীর সহিত নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

শেখর। আমি তবে উঠি, রাণা।

কুম্ভ। একটু পুণ্যের ভাগও লবে না হে কবি, মোর সাথে ?

শেখর। আমি আসি—

(প্রস্থান)

কুম্ভ। গাও সবে যৌবনের গান—সুরা, সুরা—

(প্রহরীর সুরা প্রদান)

(নর্ত্তকীগণের গীত)

জাগো—যৌবন-বন-দেবতা।
মম অন্তরে গাহে অহরহ পিক—তোমার স্বাগত বারতা॥
আকুল পিয়াসে দিবস-রাত্র,
ভরিয়া তুলিছে সুধার পাত্র,
আজি উন্মাদ গোপন গহন ঘন-মন-বন-জনতা॥
মথি চঞ্চল মরণ-সাগর,
ভর' হে জীবন-ভাণ্ড, অমর,
তব উৎসব-কলরবে কর নীরব এ সব দীনতা॥
নীলঅম্বর কর গাঢ়তর,
ঢাল চুম্বন ছাপায়ে অধর,
নয়নের মোহ নিবিড় করিয়া, আনো মদির মত্ততা॥

কুম্ভ। না, না,—ইহা নয়, ইহা নয়—
যাও, যাও, চলে যাও সব—
অন্তরের নিদারুণ ক্ষত—
এ প্রলেপ নহে তার, এ প্রলেপ নয়।

(কুম্ভ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

কুম্ভ। (ক্ষণপরে) আমিই কি একা এই চিতোর নগরে
যন্ত্রণায় কাটাই রজনী! আর কি কেহই নাই?
সমস্ত চিতোরমাঝে, নাহি কি একটী প্রাণী,
যে বুঝিবে প্রাণ দিয়ে প্রাণের যাতনা মোর?

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—চিতোর—পথিপার্শ্বে একটী গৃহস্থ-বাড়ী।
কাল—নিশীথ।

[জনৈক গৃহস্থ চঞ্চলভাবে দুয়ার খুলিয়া রাস্তায় আসিয়া দাড়াইয়া, অন্ধকার পথে কিয়ৎক্ষণ ব্যগ্রভাবে তাহার পত্নীর আগমন প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া, শেষে বিরক্ত ও উষ্ণ হইয়া উঠিল]

গৃহস্থ। নাঃ, এর বিহিত করতে হচ্চে—আর নয়। আসুক একবার শয়তানী, হয় তার-ই একদিন, নয় আমার-ই একদিন। এত বড় আস্পর্দ্ধা! এই সোমত্ত বয়েস, ভরা যৌবন, এত রাত্ত পর্য্যন্ত, কি করিস তুই নচ্ছার মাগী! যত সব নচ্ছার নচ্ছারনীতে দেশটা একেবারে ছেয়ে গেল! আয় তুই একবার বাড়ী ফিরে; ভজাচ্ছি কেষ্ট! আমি তোর ছেলে আগলাব, সারা রাত ঘর আর বা'র করব, সারাদিন খেটেখুটে রেতে একটু ঘুমুতে পাবো না? আয়, তুই—আজ তোর কেষ্টর নিকুচি করচি—

[নেপথ্যে শিশুকণ্ঠে "বাবা—ও বাবা"]

যাই, বাবা, যাই — [প্রস্থান ও দ্বার অবরুদ্ধ করন]

[ছদ্মবেশে কুম্ভের প্রবেশ]

কুম্ভ। স্তব্ধ সুপ্ত, চিতোর নগরী!
দীনতম ভিখারীও আপনার জায়াপুত্র ল'য়ে
নিদ্রা যায় নিশ্চিন্ত আরামে, প্রেয়সীর বাহু-উপাধানে।

আর আমি? চিতোরের রাণা! সুপ্তিহীন আঁখি,
বিনিদ্র রজনী যাপিতেছি পথে পথে ঘুরি,—
ক্ষিপ্ত কুক্কুরের প্রায়, কিম্বা কক্ষচ্যুত তারকার মত,
আপনার জ্বালায় জ্বলিয়া!

(গৃহস্থের পুনঃপ্রবেশ ও পূর্ব্বোক্তভাবে অনুসন্ধান)

গৃহস্থ। দেখ' দিকিন্ একবার আক্কেলটা! ঘরে ফির্‌তে মন আর হয় না, কেমন? পরপুরুষের সঙ্গ বড় মিষ্টি, না? আয় একবার বাড়ী—আজ যদি তোর মুণ্ডু নিয়ে ভাঁ্যাটা খেলা না করি, তো আমার নামই নয়—কে? ওখানে কে? কে যায়?

কুম্ভ। আমি—একজন রাহী লোক—

গৃহস্থ। ওখানে কি কর্‌চ? 'চুরি টুরির মতলবে ফির্‌চ বুঝি? তা, এ বাড়ীতে সুবিধে হবে না, বাপু! দেখ্‌চ তো আমি প্রায় সারা রাতই জেগে—কেবল ঘর আর বার কর্‌চি—অন্য পাড়ায় যাও—সরে পড়' বাবা, সরে পড়,' সরে পড়'—

কুম্ভ। মশায়, আমি চোর নই—আপনার কোন ভয় নেই—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

গৃহস্থ। নিশ্চিন্ত? এ রাজ্যে? (কপালে কর হানিয়া) বেশ মশায়, আপনি বেশ বল্লেন্—

কুম্ভ। কেন?

গৃহস্থ। আপনি কি চিতোরের লোক নন্?

কুম্ভ। আজ্ঞে না, তাতে হয়েচে কি?

গৃহস্থ। সে আর আপনাকে কত বলব' মশায়! এই আমার এই গাভী-হারা বৎসের মত হকৃচকে ভাব দেখে, কিছু বুঝতে পারচেন না?

কুম্ভ। আজ্ঞে না, খুলেই বলুন না!

গৃহ। আপনি পরদেশী লোক, ঘরের কেচ্ছা আপনাকে বলব? তা বলি, তাতে ক্ষতি কি! বরং বলে মনটা একটু খোলসাই করি। দেখুন মশায়—আমাদের দেশ হয়েচে অরাজক—কাজেই যত রকম অনাচার দেশে চলচে—কে কাকে বাধা দেয়?

কুম্ভ। অরাজক কি রকম? মহারাণা কুম্ভ—

গৃহ। রক্ষে করুন মশায়! সে গাড়োল ব্যাটার নাম আর মুখে আনবেন না।—সেই গর্দ্দভটা যদি মানুষ হত, তা' হ'লে দেশে কি এই সব ঘটত? না, দেশের এমনি দুরবস্থা হ'ত?

কুম্ভ। কি করেচেন কি, রাণা?

গৃহ। আর করবেন কি! একটু দাঁড়ান মশায়, চট্ করে ছেলেটাকে একবার দেখে আসি—মাগীর আক্কেলটা একবার দেখ'—

[তাড়াতাড়ি কুটীরাভ্যন্তরে গমন]

কুম্ভ। ওরে মূর্খ, কলঙ্কী, নির্ব্বোধ,
এখনো কি পারনি বুঝিতে?

(ডাবা হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে
গৃহস্থের পুনঃ প্রবেশ)

গৃহস্থ। হাঁ, যা বলছিলাম মশায়! খান, তামাক খান।

(কলিকা দিতে উদ্যত)

কুম্ভ। আমি তামাক খাই না। আপনি কি বল্‌ছিলেন, তাই বলুন—

গৃহস্থ। [গলাটা নীচু করিয়া] মশায়, বলব কি—রাণা আমাদের লোক খুব লায়েকই ছিলেন। এই রাণা কুম্ভই একা মালব গুর্জ্জরের অধিপতি মামুদ্‌কে ছ-ছ মাস কাল বন্দী করে' রেখেছিলেন, এবং ঐ যে সহরে স্তম্ভ দেখচেন,—ওটা সেই মালবজয়েরই নিদর্শন। কিন্তু, কি কুক্ষণে ঐ যে বিয়ে করেচেন—

কুম্ভ। কেন, বিয়ে করায় কি হল ?

গৃহস্থ। বিয়ে করেই তো রাণা নিজে মরলেন, দেশটাকেও মারলেন।

কুম্ভ। কি রকম ?

গৃহস্থ। ঐ যে মাগীটা, ও লোক বড় সুবিধের নয়। ঐ রাক্ষসীটা এসেই তো ঐ রণ্‌ছাড়জীর মন্দির করিয়েচে !

কুম্ভ। রণ্‌ছোড়জীর মন্দিরের সঙ্গে, সর্ব্বনাশের কি সম্বন্ধ ?

গৃহ। বাঃ, বাঃ ! প্রথম তো এই অহিংস বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্যে আমরা যুদ্ধব্যবসায়ী রাজপুত বড়ই অসন্তুষ্ট হয়েচি। হব না ? বলেন কি ? চিরকাল—বংশপরম্পরা আমরা শক্তিপূজো করে আস্‌চি, আর আজ হঠাৎ একটা ছুঁড়ির কথায় রাণা দেশের লোকের ধর্ম্মে যে এমন করে হস্তক্ষেপ করবেন—এটা আমরা স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি ! তিনি নিজে জাহান্নামে যান্, যান্—আমাদের কেন টানেন ?

কুম্ভ। বৈষ্ণব ধর্ম্ম তো খারাপ নয়, তা আপনারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম না মানলেই পারেন—

গৃহস্থ। আরে, আমরা না মানলে কি হয়,—বাড়ীর মেয়েরা যে শোনে না! তা ছাড়া, সারাদিন স্ত্রী-পুরুষে মিলে, পথে পথে মহারাণী শুদ্ধু যে নেচে গেয়ে বেড়ান – এটা মশায়, দেখতে বড় বিশ্রী লাগে! আমাদের ঘরের মেয়েরা এ রকম করলে জাতে ঠেলে – আর অসূর্য্যম্পশ্যা মেবারের মহারাণী, তাঁর এই নির্লজ্জ ব্যবহার—ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! আর মহারাণীর দেখাদেখি, অন্য সব মেয়েরাও সুরু করেচে; বড়লোকে যা করে, গরীব লোকেও তাই করে ত!

কুম্ভ। হুঁ—

গৃহস্থ। আর এখন শোধরাবারও কোনও উপায় নেই। এই যে রাক্ষুসী ছুড়ি রাণীটা—শুনেচি, রাণাকে কি খাইয়ে একেবারে উন্মাদ করে দিয়েচে। রাণা ত এখন বদ্ধ পাগল। (নিম্ন স্বরে) মাগীর মৎলব খারাপ কিনা, তাই রাণাকে পাগল করে' দিয়ে, সে যা খুসী তাই করচে। রাণা বেচারীও জুল-জুল করে' অসহায়ের মত চেয়ে চেয়ে শুধু দেখেন, প্রতিকার করবার ক্ষমতা তো আর নেই তাঁর!

কুম্ভ। বটে!

গৃহস্থ। নিশ্চয়, অত্যধিক স্ত্রৈণ হলে যা হয় আর কি! এখন তাই রাজকার্য্যও একেবারে বন্ধ! রাজার এখন হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই, শোনা যাচ্ছে!

কুম্ভ। হুঁ, তা রাণীর মতলবখানা কি?

গৃহ। মৎলব আর বুঝতে পারচ না, বাপু? ও সব কেষ্ট-পূজো টেষ্টপূজো চালাকী; ওদের মৎলব কেবল ব্যভিচার।

কুম্ভ। মহারাণী !

গৃহস্থ। মহারাণী—ও বাবা, তিনিই তো নাটের গুরু। ঢের ঢের নচ্ছার মেয়ে দেখেছি, মশায়—এমনটি আর দেখিনি ! পয়লা দরজার নষ্ট হচ্ছেন তিনি—

[নেপথ্যে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে"]

ঐ, ঐ আমার স্ত্রী এখন ফিরচে—দেখচেন মশায় ! কাণ্ডখানা দেখুন একবার—আজ ওর রক্ত-দর্শন করে' তবে ছাড়ব—

[গৃহস্থ-পত্নীর প্রবেশ]

গৃহস্থ। তবে রে শয়তানী, নচ্ছার, পাজী, বদ্‌মাইস্—যত কিছু বলি না, তত তোর বুঝি আস্পর্দ্ধা বেড়ে যাচ্ছে ?

[কেশ-মুষ্টি ধরিয়া কিল, চড়, পদাঘাত করিতে লাগিল ; রমণী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল]

চল্ একবার ঘরে, ঢোক্, ঢোক্ বাড়ীতে, আজ তোকে খুন করব। খুন করব তোকে—আমি রাণা নই, পাগলও হই নি যে, স্বামী হয়ে স্ত্রীর এই ব্যভিচার দেখব, আর সহ্য করব—

(টানিয়া লইয়া ভিতরে প্রস্থান)

কুম্ভ। অবিশ্বাসী মীরা ! আরও কি শুনিতে বাকি ?
মীরা—মীরা—

(অবসন্নভাবে পতন)

[শেখরের প্রবেশ]

শেখর। এই যে হেথায়—সখা—সখা—

কুম্ভ। (চক্ষু মেলিয়া) এখানেও তুমি? ছাড় সঙ্গ মোর,
একা আমি এই বিশ্বমাঝে—রহিব একাকী—

শেখর। রাণা—

কুম্ভ। যাও—যাও—চাহি না তোমার সঙ্গ।

(বেগে প্রস্থান—পশ্চাতে শেখরের গমন)

ষষ্ঠ দৃশ্য

—•—

স্থান—চিতোর রণছোড়জীর মন্দির।
কাল—রাত্রি।

মীরা। দয়াময়! দয়াময়!
দেখাইয়া দাও পথ নিবিড় আঁধারে।
আশৈশব যে ধারণা বদ্ধমূল হৃদে—
শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে, ধ্রুব সত্য জানি যাহা-
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলি ও রাতুল চরণ,
এ ছার জীবনে মম—
তবে কেন অন্যপথে যেতে কহে সবে?
সংসারের আত্ম-পরিজন
কেন তবে বুঝাইতে চাহে অনুক্ষণ—

স্বামী-সেবা রমণীর সর্ব্বধর্ম্মসার ?
সেবায় তাঁহার তুষ্ট নাকি, তুমি জনার্দ্দন !
সত্য যদি এ বচন, কেন তবে প্রাণের মাধব,
স্বামী মোর সেবা নাহি লন ?
কেন চান অন্য ভাবে মোরে ?
শিখাও আমায় দেব—
কি বিধানে, স্বামী-সেবা করিব গো আমি—
যাহে, সেবা পাবে তুমি নারায়ণ।

(লালবাঈয়ের প্রবেশ)

লাল। এই শিক্ষা ? এই দীক্ষা ? এই তব জ্ঞানের গরিমা ?
কলঙ্ক-কালিমা সাধ করে মাখাইলে নিজমুখে—
নাহি বোঝ ইষ্ট আপনার ?

মীরা। কহ ভগ্নি, কোন দোষ দেখিলে আমার ?

লাল। কোন্ দোষ দেখিনু তোমার ? অবোধ ললনা—
তুমি কি বোঝ না—নিজ বুদ্ধি-দোষে,
কি অনর্থ ঘটায়েছ এ রাজ-সংসারে !
রাণা ক্ষিপ্ত-প্রায় বুদ্ধিদোষে তব—
প্রজাবর্গ অসন্তুষ্ট সবে—
বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলে নগরমাঝারে,
তবু নির্লজ্জার প্রায়, জিজ্ঞাসিছ মোরে—
কোন্ দোষ দেখিনু তোমার ?
এত অহঙ্কার তব—অবহেলা কর রাজাদেশ ?—

তুচ্ছ কর' প্রজাবর্গ সবে ?

মীরা। সে কি, বোন ! আমি ক্ষুদ্র কীট,
তুচ্ছ করি প্রজাবর্গে—তুচ্ছ করি রাজাদেশ ?

লাল। সত্য বটে, চিতোরের মহারাণী তুমি,
কিন্তু জেন,' দাসী তুমি—মহারাণা চিতোরাধিপের।

মীরা। অস্বীকার আমি তা' করি না।
নহি শুধু দাসী আমি চিতোর রাণার,
আমি দাসী, বিশ্ববাসী সকলের—যে আছে যথায়।
কৃপাপ্রার্থী আমি সবাকার।

লাল। তাই, রাজাদেশ করি অবহেলা,
নির্জ্জনে নিশীথে তুমি মন্দিরমাঝারে—
যবে সুপ্ত পুরী, সুপ্ত নরনারী সব ?
মোর কাছে ছলনায় নাহি ত্রাণ !
নারী আমি—জানি আমি—
কত কুটিলতা আছে নারীর হৃদয়ে।
স্বামী-পূজা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম রমণীর—
পূজিলে স্বামীরে, পূজা পান জগতের পতি—
এই মহানীতি কথা ভুলি, ভক্তিমতী নারি,
আত্মকার্য্য সাধনের তরে,পড়ে আছ মন্দির মাঝারে।
গুপ্ত অভিসন্ধি তব, সত্য কহি,
বুঝিতে অক্ষম, জ্ঞানহীনা আমি।

মীরা। ভগ্নি, বৃথা হেন অনুযোগ মোরে !
তব হিত-বাণী করিতে পালন,

করেছিনু আপনা নিয়োগ—
সেবিবারে জগতের স্বামী, সেবা করি পতিরে আপন।
কিন্তু, ভাগ্যদোষে মোর—স্বামী মম সেবা নাহি লন।

লাল। তাই বুঝি নিশীথে নির্জ্জনে—
হইয়া অক্ষম তুষিতে পতিরে—
এসেছ মন্দিরে, নিজ চিত্ত বিনোদিতে ?

মীরা। তব উপদেশে করেছিনু স্থির মনে,
স্বামী যা বলিবে,অক্ষরে অক্ষরে তাহা করিব পালন।
কিন্তু, চিত্ত মোর বড়ই দুর্ব্বল, বশ নহে মোর,
টেনে নিয়ে এলো মোরে গোবিন্দের দ্বারে।
আমি কি করিব বোন ?

লাল। তার ফলে, নানালোকে নানাকথা কয় ;
কুৎসায় তোমার, হেটমুণ্ড আমা সবাকার—

মীরা। কুৎসায় আমার ?

লাল। হাঁ—কুৎসায় তোমার ! কহে সবে, কলঙ্কিনী তুমি,
তাই রাজাদেশ না তুলিয়া কাণে
পড়ে থাক নির্জ্জনে, মন্দিরে।

মীরা। দয়াময়, প্রেমের ঠাকুর, জানো সব,—তুমি অন্তর্যামী,
সেবিকার কিবা অপরাধ !
বাধা পদে পদে, মনোসাধে পূজিতে পারি না সত্য,—
তাই কি দিতেছ শিরে কলঙ্কের বোঝা ?
(ক্ষণ পরে) আমাকে অসতী কহে কে ?
এ কথা বিশ্বাস কর তুমি, ভগ্নি মোর ? (উচ্চহাস্য)

লাল। অবিশ্বাস কেন বা করিব ?
আচরণ তব বিশ্বাসের যোগ্য নহে কারু।

মীরা। অসত্য এ অপবাদ—

লাল। তবে তাহা করহ খণ্ডন। যাও অন্তঃপুরে—
ইষ্ট-জ্ঞানে পূজা কর স্বামীরে আপন।
অলীক এ কুৎসা যদি—
যত্ন করি বুঝাও সকলে তাহা।

মীরা। সময়ে বুঝিবে সবে। মিথ্যা অপবাদ ভয়ে
হৃদয়ের ধনে মম ছেড়ে নাহি যাব।

লাল। অপার, অনন্ত দুঃখ আছে বোন, অদৃষ্টে তোমার।

(প্রস্থান)

মীরা। হে অখিল-পতি, ঘনায়েছে পরীক্ষা চরম।
হে পরম, দাও বল।
বাসুদেব, সংহরণ করি তব মায়া,
জাগ্রত, উত্থত কর দাসীর হৃদয়।
কর্ত্তৃত্বের অভিমান হরি, দাও বর, দাও শক্তি—
পারি যেন নিজেরে রাখিতে আমি সকলের নীচে—
অণু হতে অণীয়ান্ মানি আপনায়।
ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা ও বিদ্বেষ
লুপ্ত হো'ক চিরতরে এ হৃদয় হতে।
সকলেরে করিয়ে সম্মান, রাখি যেন তব মান।
নিজে গাব—গাওয়াইব বিশ্বের সন্তানে—
কলির তারকব্রহ্ম, হরিনাম গান।

[বেগে পূজারীর প্রবেশ]

পূজারী। মা, এখুনি এ স্থান ত্যাগ করুন—

মীরা। কেন, বাবা ?

পূজারী। এইমাত্র রাজ-প্রাসাদ থেকে শুনে এলাম, মহারাণা গোবিন্দজীর মন্দির ধ্বংস করতে আসচেন।

মীরা। না, না, এ কি সম্ভব ? এ মিথ্যা কথা।

পূজারী। মিথ্যা কথা নয় মা ! মহারাণা সেনাপতিকে আদেশ দিচ্ছেন—আমি স্বকর্ণে শুনে এলুম। আদেশ দিচ্ছেন—কামান দিয়ে এখুনি মন্দির ধ্বংস করতে হবে। এই মন্দিরই নাকি, তাঁর বিশ্বাস, যত অনিষ্টের মূল। মন্দির লক্ষ্য ক'রে, তিনি যে সব কথা বল্লেন, পুত্র হয়ে, মা, আমি তা তোমার কাছে বলতে পারব না।

মীরা। কিছু বলতে হবে না, সব শুনেচি। গোবিন্দের মনে যা আছে, তাই হবে। ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমাদের—তাঁর রহস্য ভেদ কি করবো ? কিন্তু বাবা, তুমি এ মন্দির ছেড়ে আমায় যে চলে যেতে বলচ—কোথায় যাব ?

পূজারী। যেখানে রাজার ক্রোধ তোমায় স্পর্শ করবে না, মা !

মীরা। রাজার ক্রোধ ?—আর আমার রাজাধিরাজ কি কেউ নন ! ঐ যে, ঐ যে, আমার নন্দদুলাল—ঐ যে চাঁচর-চিকুর কেশ, ঐ যে মোহন-বাঁশী, অধরে ঐ মৃদু মৃদু হাসি,—কোথায় হিংসা,—কোথায় ক্রোধ,—কোথায় দুর্ব্বল মানুষের ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র

অহঙ্কার ?—ভয় নেই, বাবা। রাজা আসুন—আমি এইখানেই থাকব।

পূজারী। মা, স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে এই মন্দির ভাঙ্গা দেখবে ?

মীরা। যদি অদৃষ্টে থাকে, দেখব। যদি আমার নন্দদুলালের সেই ইচ্ছাই হয়—দেখব। যদি সেবায় অপরাধ করে থাকি—মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত দেখব বই কি, বাবা !

(নেপথ্যে কোলাহল—"হর হর মহাদেও")

পূজারী। মা, ঐ শোন, ঐ সৈন্যেরা আসচে—মহারাণা সম্মুখে।

মীরা। তুমি এখান থেকে চলে যাও, বাবা ! মন্দিরে যে যেখানে আছে, সব্বাই যেন এখান থেকে চলে যায়, মন্দিরে একটি প্রাণীও না থাকে।

পূজারী। আর তুমি ?

মীরা। আমি ?—আমি কোথায় যাব এই মন্দির ছেড়ে ? কোথায় যাব—আমার নন্দদুলালকে একা রেখে ? যদি এ মন্দির ভাঙ্গে, ভাঙ্গুক। আমার কাছে এ মন্দির পাথর দিয়ে গড়া নয়—ফুল দিয়ে গড়া। এ মন্দিরের এক একখানা পাথর ভেঙ্গে আমার মাথায় পড়বে—সে পাথর নয়, পুষ্পবৃষ্টি। আমার মত ভাগ্য আর কার ? কিন্তু তোমরা এখানে থেকো না। পালাও—পালাও—

কুম্ভ। (নেপথ্যে) মন্দির অবরোধ কর, কেউ না পালাতে পারে (সসৈন্যে ও কামানসহ কুম্ভের প্রবেশ)—এই যে, এই খানেই

দাঁড়িয়ে, কিন্তু তোমার এ মোহিনীতে আর আমায় ভোলাতে পারবে না। তোমার জন্য রাজধর্ম্ম ত্যাগ করেছি, বীরধর্ম্ম ত্যাগ করেছি—একলিঙ্গের উপাসক আমরা, পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম ভুলে, তোমার মোহে আত্মহারা হয়ে, এখানে এই কলঙ্কের মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ দিয়েচি—কিন্তু আর নয়—আজ তোমারই সম্মুখে এর চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত করে দেব।

মীরা। মহারাণা, ক্রোধে জ্ঞান হারাবেন না। এ মন্দির কলঙ্কের মন্দির নয়, এ আপনার গৌরবের মন্দির।

কুম্ভ। শিশোদীয় বংশের কুলবধূ—সূর্য্য যাদের কখনও মুখ দেখেনি, কলঙ্ক-স্পর্শের আতঙ্কে যারা হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েচে, জহরব্রত যাদের কুল-ব্রত, তাদের পবিত্র কীর্ত্তিকে পদতলে দলিত করে', আজ পথে, পল্লীতে রাণা কুম্ভের মহিষী ; ধর্ম্মের আবরণে তার ব্যভিচারের মন্দির মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে! এ মন্দির যে আমার উচ্চ গৌরবের, তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

মীরা। রাণা, আপনি ভুল শুনেচেন, ভুল বুঝেচেন। কিন্তু আমি নারী—আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। শিশোদীয় কুলবধূ বলে' আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। আমি জানি, রাজস্থান সতী-তীর্থ। মহারাণা! আমারও সতীর গর্ভে জন্ম। মহারাণা! আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, আপনি কি করে এই হীন ধারণা করলেন? এই মন্দির কলঙ্কের মন্দির? ব্যভিচারের মন্দির? এ যে শ্যামের লীলাভূমি—এ যে হরি-ক্ষেত্র—এ যে বৈকুণ্ঠ! পৃথিবীর যত কিছু পাপ, যত কিছু কলুষ, যত কিছু হীনতা—

এ পবিত্র তীর্থের ধূলিস্পর্শ করলে, পুণ্যের আলোকে উজ্জ্বল হয়। রাণা! আপনি মাৎসর্য্যে অন্ধ, তাই দেখতে পাচ্ছেন না—তাই বুঝতে পাচ্ছেন না।

কুম্ভ। আর বুঝতে চাই না। একদিন খেয়ালের বশে এই মন্দির নির্ম্মাণ কর্ত্তে আদেশ দিয়েছিলাম, আর আজ সেই মন্দির ধ্বংস করে' তার প্রায়শ্চিত্ত করব। শুধু মন্দির নয়—এ মন্দিরও যাবে, তুমিও যাবে, আর তোমার পাপকার্য্যের সহকারী যারা, তারাও যাবে।

মীরা। কিন্তু, রাণা, তোমার জন্যে যে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, আমার যে কান্না পাচ্ছে; এত বড় মহাপাপ তুমি করবে—আমার স্বামী হয়ে? এই কলঙ্ক মাথায় নেবার জন্যে কি আমি জন্মেছিলুম? তবে তাই হোক। হে নন্দলাল, এই যদি তোমার ইচ্ছা, তবে তাই হোক। কিন্তু, মহারাণা, আমি যদি মরি, তাতে ক্ষতি নাই; এতগুলি বৈষ্ণব বিনাদোষে আমার জন্যে প্রাণ দেবে! রাণা, এদের প্রতি সদয় হোন—এদের দয়া করুন।

কুম্ভ। এ হৃদয়কে তুমিই পাষাণ করেচ—আর দয়া নেই, মায়া নেই, অনুকম্পা নেই। মানুষ কতদূর নিষ্ঠুর হতে পারে, নারী তাকে কতদূর হিংস্র কর্ত্তে পারে, আহত কুম্ভ তার এমন দৃষ্টান্ত রেখে যাবে, যে ভবিষ্যতে আর কেউ নারীর পদতলে যেন তার নিজস্বকে বিসর্জ্জন না দেয়। সেনাপতি, তোপ দিয়ে মন্দির উড়িয়ে দাও।

(সেনাপতি কর্ত্তৃক মন্দিরের সম্মুখে তোপ স্থাপন)

মীরা। যদি কোন কথাই শুনবে না, রাণা! তবে তাই হোক। এই মন্দির ধ্বংস হবার পূর্ব্বে প্রথম ঐ কামানের গোলা তবে আমারই বুকে পড়ুক।

(মীরা তোপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল)

গীত

হা, হা, নন্দলালা—নন্দলালা।
দীনবন্ধু মোহন বংশীবালা ॥
আবহুঁ আগত ছন্ শেষ মুখ-দরশন,
আওত মরণকি ঘোর আঁধিয়ালা ॥
না পুরল কাম, না পুরল আশ,
ঐছন যব তব অভিলাষ—
কর তব ভকত-লোহে, মন্দির উজিয়ালা।
(কোরাস) মরণ মঙ্গল অব হেরত তব মুখচন্দ্র উতালা
গাওত তব জয়, জয় নারায়ণ, জয় বনমালা ॥

[মীরার ভক্তি দেখিয়া সৈন্য ও সেনাপতি মুগ্ধ হইল। রাণার পদতলে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, কোরাসে বৈষ্ণবগণের সঙ্গে যোগদান করিল। রাণা মীরার উজ্জ্বল আভায় স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন]

[পটক্ষেপণ]

দ্বিতীয় অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

—•—

স্থান—রাজপ্রাসাদ।

কাল—প্রভাত।

কুম্ভ। ছি, ছি, কি লজ্জা, কি ঘৃণা—মালব-গুর্জ্জর-জয়ী বীর,
সামান্য নারীর কাছে হতবীর্য্য হেন ?
হলনা, হলনা ধ্বংস গোবিন্দ-মন্দির—

শেখর। মহারাণা! উত্তেজিত হ'য়ো না এমন,
হিন্দু হয়ে তুমি, মহা মহাপাপ অনুষ্ঠানে হয়েছিলে সমুদ্যত,
ভগবান তোমারে তা-হতে করেছেন রক্ষা, কৃপা করি।

কুম্ভ। মহাপাপ ? মহাপাপ, কবি ?
ব্যভিচার-লীলাভূমি-ধ্বংসে মহাপাপ ?

শেখর। একি কথা, রাণা ?
সুপবিত্র গোবিন্দ-মন্দিরে, কহ তুমি লীলাভূমি কুলটার ?

কুম্ভ। জান না, জান না, কবি—
নিত্য হেথা কত কি যে মহাপাপ হয় অনুষ্ঠিত।

হায়, মূর্খ আমি, রমণীর ছলনায় ভুলি—
শাক্তভূমে করিয়াছি প্রতিষ্ঠিত, গোবিন্দ-মন্দির।
ভানুসিংহ বলেছিল ঠিক,
মন্দির-প্রতিষ্ঠাই মোর সর্ব্ব অশান্তির মূল।

শেখর। মহারাণা, জ্ঞানী তুমি, কেন ভুলে যাও—
একলিঙ্গে গোবিন্দে অভেদ।

কুম্ভ। জানিতাম—তাই করিয়াছি অপকার্য্য হেন।
তখন কে জানে, চিতোরের মহারাণী
ভেটিবারে গোপন প্রণয়ী, নিরালায় গোবিন্দ-মন্দির চায়?
তখন কে জানে, ত্যজি অন্তঃপুর,
মহারাণী মীরা, দিবানিশি যাপিবেন কাল এ মন্দিরে?

শেখর। মহারাণা, এ সর্ব্বৈব মিথ্যা।
এ হীন সন্দেহ, সখা, তোমার না সাজে।

কুম্ভ। সন্দেহ? সন্দেহ কহিছ কবি কি?
অতি সত্য কথা, দেখ বিচারিয়া।
পাষাণ-বিগ্রহ ওই, এত প্রিয় ওর—
যার তরে স্বামী-সঙ্গ লাগে হেন কটু?
যার তরে প্রাসাদের সুখ ও সম্ভোগ
অনায়াসে করি বিসর্জ্জন মন্দিরেতে পড়ে রয়?
শুধু কিহে পাষাণ-বিগ্রহ তরে—পত্নী হয় অবাধ্য স্বামীর—
অনায়াসে অবহেলে আদেশ সবার?
আজি আমি বুঝিয়াছি সব—

মায়াবিনী মিটাতে নিজের সাধ—
প্রতিষ্ঠিত করায়েছে গোবিন্দ-মন্দির।
হায়, হায়! আপনার সর্ব্বনাশ আপনি সাধিনু।

[ভানুর প্রবেশ]

ভানু, ভানু, ভাই—না শুনি তোমার কথা
উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছি আমি।

ভানু। এখনও সময় আছে, করিবারে প্রতিকার—হয়োনা অধীর।

কুম্ভ। হব না অধীর?—বাতুল হয়েছ, ভানু?
চিতোরের মহারাণী কুলটা স্বৈরিণী—
আর,—আমি তাই, রাণা হয়ে দেখিব বসিয়া?
প্রজাগণ বিদ্রোহী হইবে, সেনা হবে অবাধ্য আমার—
ঘৃণায় ফিরাবে মুখ আমারে দেখিয়া সবে—
আর আমি বেঁচে রব—নিশ্চিন্ত আরামে?
সম্ভব কি তাও?

ভানু। অসম্ভব রাণা!

কুম্ভ। তবে—

ভানু। আছে এর এক প্রতিকার—প্রতিকার কর, মহারাণা।

কুম্ভ। প্রতিকার কেমনে করিব? প্রজাগণ অবাধ্য আমার,
সেনাগণ রাজ-আজ্ঞা করি অবহেলা,
যোগ দেয়—বিদ্রোহীর সনে—

ভানু। বিদ্রোহীর শাস্তি দাও, রাণা,
মুষ্টিমেয় সৈনিক যদিও—রাজ-আজ্ঞা করিয়াছে হেলা,

বিশ্বস্ত সৈন্যের তব নাহিক অভাব ;
বিদ্রোহ-দমন অতি সামান্য ব্যাপার।

কুম্ভ। কি হইবে বিদ্রোহীর শাস্তি দিয়ে ?
হতমান, হতমান, আমি !

ভানু। তারও আছে প্রতিকার।

কুম্ভ। কহ শীঘ্র প্রতিকার কি আছে ইহার।

ভানু। প্রতিকার—পরিত্যাগ করা এ রাণীরে।

কুম্ভ। পরিত্যাগ করিব রাণীরে ?

ভানু। ইহা ভিন্ন নাহিক উপায় ! মীরা নেত্রী সবাকার।
এ রাজ্যে রহিলে মীরা,প্রতিপদে লাঞ্ছিত করিবে তোমা
ষড় করি প্রজাগণ সনে।
ত্যজিয়া মীরারে, চিতোর হইতে তারে কর নির্ব্বাসিত
রাজ-আজ্ঞা করহ প্রচার, ধর্ম্মদ্বেষী মূর্খ প্রজাগণ
সমবেত আর যাহে নাহি হয় গোবিন্দ-মন্দিরে।
বন্ধ কর অতিথিশালার দ্বার।
শাক্তধর্ম্ম করি অবহেলা, গায় যারা বৈষ্ণবের জয়,
দূর করি দাও তাহাদেরে চিতোর নগর হ'তে ;
দেখিবে অচিরে, হবে লুপ্ত
নবঅঙ্কুরিত এই অহিংস বৈষ্ণবধর্ম্ম।
শাক্তভূমে শাক্তধর্ম্ম পুনঃ হবে প্রতিষ্ঠিত।
শান্তি ফিরে আসিবে রাজ্যের,
শান্তি পাবে অশান্ত হৃদয়ে তব।

শেখর। কি কহিছ, ভানুসিংহ, বালকের প্রায় ?

ভানু। রাজ্যের মঙ্গল তরে—ইহা ভিন্ন নাহিক উপায়।

শেখর। চিতোরের মহারাণী হবে নির্ব্বাসিতা ?

ভানু। প্রজা-রঞ্জনের তরে, জানকীর নির্ব্বাসন কেন যাও ভুলে ?

কুম্ভ। মীরারে করিব নির্ব্বাসিতা ?

ভানু। মূল যদি না কর ছেদন, কি হইবে শুধু শাখা কাটি ?
মহারাণা, নাহি হও বিস্মরণ,—
সর্ব্ব অনিষ্টের মূল—একমাত্র মীরা।
তারি জন্য অশান্তি এ রাজ্যে—
প্রজাগণ বিদ্রোহী তাহারি তরে—
সৈন্যগণ রাজ-আজ্ঞা করে অবহেলা—তারও মূলে মীরা।
কুৎসায় তাহার, পরিপূর্ণ চারিধার,
নির্ব্বাসন একমাত্র যোগ্য শাস্তি তার।

কুম্ভ। ভানু, ভানু ! সত্য কি কুলটা মীরা ?

ভানু। মহারাণা, এ বড় কঠিন প্রশ্ন—অক্ষম উত্তর দিতে আমি।
তবে, দশজনে কহে যাহা,সত্য বলে মানা তা' উচিত।

কুম্ভ। কলঙ্কিনী মীরা ?

ভানু। নহে কেন রাজাদেশ অবহেলি তিনি
কাটাইতে চান্ কাল গোবিন্দ-মন্দিরে ?

কুম্ভ। সত্য, সত্য, ভানুসিংহ, এই দণ্ডে রাজাদেশ করহ প্রচার—
প্রজাগণে করহ নিষেধ গোবিন্দ-মন্দিরে যেতে।
বন্ধ কর অতিথিশালায়,

সমুচিত দণ্ড দাও বিদ্রোহী সকলে।

আর---আর---চিরতরে নির্ব্বাসনে পাঠাও মীরারে।

[প্রস্থান]

শেখর। ভানুসিংহ, সর্ব্বনাশ করিতেছ চিতোর রাজ্যের---

রাজলক্ষ্মী বিসর্জ্জিতে করেছ মনন ?

ভানু। (মনে মনে) এতদিনে পূর্ণ-মনস্কাম।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

---০---

স্থান---গোবিন্দ-মন্দির।

কাল---রাত্রি।

(মীরা)

মীরা। দয়াময়, অসীম করুণা তব !

রাখিতে ভক্তের মান, দেখাইলে কী অপূর্ব্ব লীলা !

কোটী কোটী প্রণিপাত করি রাঙ্গা পায়।

ভিক্ষা শুধু রাতুল চরণে, যেন কায়-মন-প্রাণে

আমরণ পারি সেবিবারে, আর কিছু নাহি আকিঞ্চন।

(প্রণাম)

(নাগরিক ও নাগরিকাদের কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)

১ম নাগ। আমাদের সর্ব্বনাশ হল, মা,—সর্ব্বনাশ হল। আমাদের আর কিছু থাকবে না, মা,—কিছু থাকবে না। ছেলে-পুলে নিয়ে ভিক্ষে করতে হবে।

১ম নাগরিকা। সেপাইরা রাজার কথা শুনলে না, সে কি আমাদের দোষ, মা? রাণা গোবিন্দ-মন্দির ভাঙ্গতে পারলেন না, রাগ হ'ল আমাদের উপর!

১ম নাগ। রাজা বলেন, আমরা বিদ্রোহী। সৈন্যেরা তাঁর কথা শুনলে না, তাই পার্ব্বত্য মায়ার সৈন্যদের আন্‌চেন, আমাদের জব্দ করবার জন্যে।

১ম নাগরিকা। তারা আমাদের মারবে, কাটবে, আমাদের সুখের ঘরে আগুন জ্বালাবে।

১ম নাগ। আমাদের মন্দিরে ঢুক্‌তে দেবে না, কৃষ্ণনাম কল্লে শাস্তি দেবে—কি হবে মা, কি হবে?

মীরা। দয়াময়, একি অঘটন? তোমরা কি করতে চাও?

১ম নাগ। আমাদের রক্ষা কর, মা,—আমাদের রক্ষা কর।

মীরা। আমায় কি কর্ত্তে বল?

১ম নাগ। আমরা কি বলব, মা? আমাদের কি বুদ্ধি—

১ম নাগরিকা। যাদের ঘরে খাবার নেই, তাদের আবার বুদ্ধি কি, মা! রাণা বলেন, রাণার ভাই ভানুসিংহ বলেন—তুমি এসে পর্য্যন্ত সব উল্টেপাল্টে গেল—সোনার মেবারে আগুন ধরল।

মীরা। সত্যই আমি তোমাদের কাল! সেদিন সৈন্যেরা যদি আমায় মেরে ফেল্‌ত, তবে ত কোন গোলই হত না— তোমরা আবার শান্তিতে থাক্‌তে পার্‌তে!

১ম নাগ। অমন কথা বলো না, মা—অমন কথা বলো না। একটা উপায় কর মা—একটা উপায় কর।

মীরা। কি উপায় করবো? হে দীননাথ, হে দীনের বন্ধু, এ দীনের কান্না কি তোমার কাণে পৌঁচুচ্ছে না? আমি কি করবো—কি করতে পারি?

(ভানুসিংহ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ভানু। এই যে! তোমরা আবার এখানে এসে জুটেচ? দেখচি, নিতান্তই তোমাদের মরবার ইচ্ছে।

১ম নাগ। মা রাণা, আমরা বাঁচতে চাই—সেই উপায় করতেই আমরা এখানে এসেচি।

ভানু। বেশ, যদি বাঁচতে চাও—যা বলি, শোন—

১ম নাগ। বলুন, রাণা, বলুন—

ভানু। এই মহারাণীকে তোমরা আগে কেউ চিন্তে?

১ম নাগ। না।

ভানু। এঁর আসার পূর্ব্বে কোন দিনই এখানে শান্তির অভাব ছিল না—তোমরা সকলেই বেশ সুখে ছিলে, নয় কি?

১ম নাগ। হ্যাঁ, সুখেই ছিলুম।

ভানু। আর এখন?

১ম নাগ। এখন আমরা পূর্ব্বের চেয়েও শান্তিতে ছিলুম। তবে মহারাণার মাথা খারাপ হওয়ায়—

ভানু। মহারাণার নয়—মাথা খারাপ হয়েচে তোমাদের। আর যার জন্য তোমাদের এই ব্যাধি, সে ঐ তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে—মেবারের মহারাণী মীরাবাঈ। যদি তোমরা সত্যই বাঁচতে চাও, সুখ চাও, শান্তি চাও,—তা' হলে এই মহারাণীকে মেবারের সীমান্ত পার করে দিয়ে এস—তা হলেই দেখবে, তোমাদের পূর্ব্বশ্রী আবার ফিরে আস্‌বে।

১ম নাগ। অমন কথা বলবেন না, রাণা,—এ পাপ কথা। এ কথা আমাদের শুনতে নেই। উনি আমাদের মা—আমরা ওঁর ছেলে।

১ম নাগরিকা। আর, আমরাও ওঁর মেয়ে।

ভানু। তবে এখুনি এ স্থান ত্যাগ কর। পুনরায় এ মন্দিরে প্রবেশ করলে, তোমাদের প্রাণদণ্ড হবে।

১ম নাগ। তাই করুন্ রাণা! এ পাপকথা শোনার চেয়ে আমাদের মরণই মঙ্গল।

ভানু। সৈন্যগণ! বেত্রাঘাতে এই কুকুরের দলকে মন্দিরের বাইরে তাড়িয়ে দাও; প্রহরীদের আজ্ঞা দাও, এরা যেন আর কখনও এ মন্দিরে প্রবেশ করতে না পারে।

(সৈন্যগণের নাগরিকগণকে আক্রমণ ও বেত্রাঘাতে বহিষ্করণ)

১ম নাগ। মা! মা! আমরা নিরুপায়—আমাদের ক্ষমা করো মা—

(মীরা ও ভানুসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মীরা। শত চক্ষে বহে ধারা, শত কণ্ঠে রোদনের রোল,
হাহাকার প্রতি ঘরে ঘরে, কে এনেছে এই সর্ব্বনাশ ?
কে জ্বেলেছে শ্মশান-অনল ?
কৃষ্ণনাম উচ্চারণে পুলকে শিহরে কায়—
অশ্রু ঝরে নয়নের কোণে, বিশ্বে বহে প্রেমের উচ্ছ্বাস।
তবে, তবে, কেন এই বিপরীত ভাব ?
কোথা ভ্রান্তি, কোথা ত্রুটি, কোথা সেবার অভাব ?
স্বার্থপূর্ণ প্রাণ, লয়ে কৃষ্ণনাম,
প্রতারণা করে কি সংসারে সাজিবারে সাধুর প্রতিমা ?
শতদিকে ধায় মন, কভু স্বামী, কভু কৃষ্ণ.
কভু চাহি প্রজার কল্যাণ, কভু অভিমান—
দিবানিশি বহি আমিত্বের ভার। কোথা আত্মবিসর্জ্জন ?
কায়-মন-প্রাণ, তুচ্ছ বাহ্যজ্ঞান, কই কৃষ্ণপদে হল সমর্পণ ?
কেন, কেন এ নয়ন এখনও সংসার হেরে ?

ভানু। মহারাণী, আপনি নিশ্চয় জানেন, এ রাজ্যের আপনি কি সর্ব্বনাশ করেচেন।

মীরা। জানি।

ভানু। এর প্রায়শ্চিত্ত কি জানেন ?

মীরা। রাণা যা বিধান করবেন—

ভানু। রাণা আপনাকে ত্যাগ করেচেন—রাজ আজ্ঞায় আপনি নির্ব্বাসিতা।

মীরা। বেশ, কোনও আক্ষেপ নাই। দয়াময়ের যদি তাই অভিপ্রায় হয়, তবে—তাই হবে। আমায় অনুমতি দিন, আমি

আমার গোবিন্দজীকে নিয়ে এ রাজ্য ছেড়ে' চলে' যাই।

ভানু। দেখুন, আপনার ওসব কথায় মূর্খ প্রজারা ভুলতে পারে, কিন্তু আমি রাজ-ভ্রাতা, আমি এ সব ভেঙ্কিতে ভুলি না। আপনার গোবিন্দজী দেবতা হোন, আর না-ই হোন, রাজ-ভাণ্ডার থেকে কোটী কোটী মুদ্রার অলঙ্কারে এই বিগ্রহ সজ্জিত হয়েচে ; এ ঐশ্বর্য্যে আপনার কোনো অধিকার নেই। আপনার নিজের পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন, আপনি আর কিছুই সঙ্গে নিতে পারবেন না—এই মহারাণার আদেশ।

মীরা। তোমাদের মণিমুক্তা তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে, আমার ঠাকুরকে আমায় ফিরিয়ে দাও, নইলে আমি চলে গেলে কে তাঁর সেবা করবে ?

ভানু। আপনি নির্ব্বাসিতা, সে চিন্তায় আপনার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি রমণী, আমি বলপ্রয়োগ করতে চাই না, যদি অপমানিতা হতে না চান—এখুনি এ স্থান ত্যাগ করুন। আমরা কোনও কথা শুনবো না, বা কোন চাতুরীতেও ভুলবো না, আপনি এখুনি এ মন্দির হতে চলে যান। রাণার আদেশ —কোন মেবারী আপনাকে আশ্রয় দেবে না। ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল যে দেবে, তার শাস্তি মৃত্যু।

মীরা। মহারাণা এই আজ্ঞা দিয়েচেন ?

ভানু। বিশ্বাস না হয়—এই দণ্ডাজ্ঞা দেখুন—

(রাণার পাঞ্জা প্রদর্শন)

মীরা। আমি দণ্ডাজ্ঞা দেখতে চাই না, আমি চলে যাব। কোনও মেবারীর কাছে কোনও সাহায্য নেব না—কোনও

মেবারীকে আমার জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত করবো না। আমি চলে যাব। আপনি রাজ-ভ্রাতা, দয়া করে আমায় শুধু এই আজ্ঞা দিন, যেন আমার ঠাকুরকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি। আমার গোবিন্‌জী, আমার গোবিন্‌জী! আমার নন্দদুলাল, আমার নন্দদুলাল—

ভানু। আমার অসাধ্য। আমার প্রতি রাণার আদেশই এই যে—আপনি এক বস্ত্রে এ রাজ্য ত্যাগ করবেন।

মীরা। বেশ, তবে তাই হোক! তুমি তোমার রাণার আদেশই পালন কর। আমি এই মুহূর্ত্তে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু—কিন্তু, যদি যথার্থ আমার নন্দদুলাল আমার হয়, তোমার রাণাকে ব'লো, আমার দেবতা আমি ফিরে পাবোই পাবো—কেউ ধরে' রাখতে পারবে না। আমার বংশী-বদন শ্যাম যেখানেই থাকুন না কেন, মীরা সেইখান থেকেই তাঁর বাঁশী শুনতে পাবে। তার প্রাণের ডুরী দিয়ে সে আমায় বেঁধেচে! আমি ছাড়া সে নয়, সে ছাড়াও আমি নই। (প্রস্থান)

ভানু। এতদিনে হ'ল দূর রাজ্যের কণ্টক। (প্রস্থান)

(হঠাৎ জ্যোতির্ম্ময় আভার বিকাশ ও বিগ্রহমূর্ত্তি হইতে মুরলী-বদন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

(নেপথ্যে গীত)

আর কার তরে থাকি শূন্য ঘরে?
যাব আমি তারি সাথে, ছিনু হেথা যার তরে।
সে যে গো আমার বড় আপনার,
সে বিনে আমার সকলি আঁধার,
ডাক দিয়ে সে যে গিয়েছে আমারে,
ছাড়ি তারে কেমন ক'রে।

(অন্তর্ধান)

তৃতীয় দৃশ্য

—০—

স্থান—কুম্ভের কক্ষ।

কাল—প্রভাত।

কুম্ভ। রাজ্যের অশান্তি, মীরারে দিয়াছি বিসর্জ্জন।
শান্তি হেতু—শান্তি হেতু প্রয়োজন মীরা-নির্ব্বাসন।
হায়, স্বার্থপর প্রজাগণ!
রাজ্যের কল্যাণ-হেতু, দিতে হবে বিসর্জ্জন সকলি রাজার;
কিন্তু—তার মর্ম্মছেঁড়া অসহ্য বেদনাভার লাঘবের তরে,
কারো চক্ষে ঝরিবে না একবিন্দু অশ্রু করুণার!
অদ্ভুত বিধান!
শান্তি! শান্তি! কোথা শান্তি—কিবা প্রয়োজন তার?
শান্তি যে কাহারে বলে, ভুলিয়াছি তাহা সেই দিন হতে—
যেই দিন মায়াবিনী দেখা দিল আসি
লুব্ধ মুগ্ধ দৃষ্টিপথে মোর,
মায়ার তুলিকা হস্তে—অতি ক্ষিপ্র আঁকি দিল
হৃদয় আকাশে মম
মনোহর ইন্দ্রধনু এক বিচিত্র বরণ, পাগল করিল মোরে।

(শেখর ও গোবিন্দসিংহের প্রবেশ)

গোবিন্দসিংহ। মহারাণা! মহারাণা!
একি আজ্ঞা করেছ প্রচার?

কুম্ভ। আঃ—এখানেও তুমি?

গোবিন্দ। মহারাণা, সত্যই কি তুমি?—

কুম্ভ। মাত্র! এতই কি অপরাধ করিয়াছি আমি?
একটি মুহূর্ত্ত বিশ্রাম—
তাও মোর লভিবার নাহি অধিকার?

গোবিন্দ। রাণা, ক্ষম অপরাধ—কিন্তু—

কুম্ভ। বল, বল কি বলিতে চাও, বল শীঘ্র করি—"কিন্তু" কেন?

গোবিন্দ। মহারাণা! একি আজ্ঞা করেছ প্রচার—
চিতোরের পাটরাণী, নির্ব্বাসিতা হবে চিতোর হইতে?

কুম্ভ। পাটরাণী? পাটরাণী নহে আর মীরা।
কুলটা সে, তার স্থান নাহি আর হেথা।
পাটরাণী? ভাল—পাটরাণী আসিবে অচিরে।

শেখর। সে কি মহারাণা?

কুম্ভ। ঝালোরের অনুরোধ রাখিব এবার,
কন্যা তার চিতোরের নব পাটরাণী।

শেখর। অসম্ভব! বাগ্‌দত্তা সে কন্যা যে মন্দর-কুমার সনে—

কুম্ভ। সে ভাবনা নাহিক তোমার।

গোবিন্দ। মহারাণা, হঠকারী হয়ে করিও না এ হেন অন্যায়।

কুম্ভ। করিও না প্রতিবাদ প্রতি কার্য্যে মোর।

গোবিন্দ। রাণা—রাণা!

কুম্ভ। যাও মন্ত্রী, দেখ গিয়ে
আজ্ঞা মোর বর্ণে বর্ণে পালিত যাহাতে হয়।

গোবিন্দ। রাণা, আমি মন্ত্রী তব বহু পুরাতন।

মহারাণা লক্ষের সময় লভিয়াছি যে দায়িত্ব-ভার,
পিতামহ, পিতা তব যে ভার সঁপিয়ে মোর শিরে,
নিশ্চিন্তে করেন বাস এবে স্বর্গলোকে,
কেমনে তা করিব রক্ষণ—
একমাত্র এই মোর মনন কামনা ধ্যান চিন্তা সুখ সব—

কুম্ভ। জানি তাহা—তাই তব ক্ষমি অপরাধ।

[নতমুখে গোবিন্দসিংহের প্রস্থান]

(ব্যস্তভাবে পূজারীর প্রবেশ)

পূজারী। মহারাণা, আজ্ঞা তব করিতে পালন,
যে মুহূর্ত্তে মহারাণী ত্যজিলা মন্দির—
আপনি হইল রুদ্ধ মন্দিরের দ্বার—
কোনো মতে খুলিছে না তাহা।

কুম্ভ। অতি সুসংবাদ—

পূজারী। মহারাণা, এ বড় অশুভ, বন্ধ হবে শ্রীহরির পূজা!
ঠাকুরের সেবা নাহি হলে, অনর্থ বিষম হবে দেশমাঝে।

কুম্ভ। হোক—কি ক্ষতি তাহায়? অনর্থের বাকী কিছু নাই—
আরো যদি থাকে কিছু, হতে দাও, ঘটায়ো না বাধা।

পূজারী। নারায়ণ রবে উপবাসী?
পূজা না পাইবে আর প্রাণের মাধব?

কুম্ভ। নাহি প্রয়োজন। অগ্নিমান্দ্য হয়েছে কৃষ্ণের!
যাও মূর্খ, আসিয়াছ শুনাতে আমায়
অমূলক ভৌতিক সংবাদ? দূর হও হেথা হতে!

পূজারী। রাণা, অকল্যাণ হবে তব তাই ভাবি ভয়।

কুম্ভ। দৃষ্টি মোর খরতর তব ক্ষীণ দৃষ্টি হ'তে—

(প্রস্থান)

পূজারী। (শেখরের প্রতি) শেখর, উপায় এখন ?

শেখর। (পূজারীর প্রতি) উপায় একটী মাত্র—
সে শুধু ফিরা'য়ে আনা
মাতারে চরণে ধরি, বহুমানে নতজানু হয়ে।
তাঁহার চরণ-স্পর্শে, আসিবে আবার
রাজ্যের কল্যাণ শুভ, নতুবা নাহিক আশা।

(প্রস্থান)

(কুম্ভের পুনঃ প্রবেশ)

কুম্ভ। আর কেন দাঁড়ায়ে পূজারী ? চলে যাও হেথা হ'তে।

(পূজারীর প্রস্থান)

কুম্ভ। আপনি হইল রুদ্ধ মন্দিরের দ্বার, বিশ্বাস করিবে কুম্ভ ?
এখনো চাতুরী ? বুঝিতে না পারি—
রাজাদেশ করি অবহেলা
কোন মূঢ় এখনো ভুলাতে চায় মোরে ইন্দ্রজালে ?
মীরারে দিয়াছি বিসর্জ্জন—
আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ফেলেছি উপাড়িয়া,
আর কেহ কোনো ছলে নারিবে ভুলাতে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

—০—

স্থান—গভীর বনমধ্যস্থ নদীতীর।

কাল—গোধূলি।

[আকাশে মেঘ জমিতেছিল, তরুতলে মীরা উপবিষ্টা; ক্ষণে ক্ষণে মেঘে ঢাকাপড়া অস্তমান সূর্য্যের পানে চাহিয়া মীরা গাহিতেছিল]

গীত

এস প্রাণে প্রাণের দেবতা মম,
এস অন্তরে, ওগো, অন্তরতম।
দূর হতে, সখা, ও কি তব খেলা,
মিছে নিরাশায় কেটে যায় বেলা,
ক্রুর পরিহাসে হের·গেহে দেহে; সন্ধ্যা বিথারে তম।
পড়িল দিনের রঙ্গিল কবাট,
থামিল কাঁকন, জনহীন ঘাট,
শুধু জল-দল করে ছল-ছল, টল-টল ব্যথা সম।

[সূর্য্য মেঘে ঢাকা পড়িল, আকাশে মেঘ জমিতে লাগিল, নদীজলে তুফান জাগিল—নেপথ্যে বিপন্নের কোলাহল]

মীরা। হে স্বামী, হে চিত্ত রাজাধিরাজ, নারীর পরম তীর্থ—
কি করুণা তব দয়াময়!
কৃপাকরি কৃপাসিন্ধু, এ অধম সেবিকারে তব

দেছ বড় মনোরম ঠাঁই,
যেথা নাহি কোনো বাধা, কোনো বিঘ্ন, কোনো অন্তরায়।
প্রণাম তোমায় দেব, প্রণাম তোমায়—

[নেপথ্যে—ইয়ারগণ। তীরে—তীরে—লাগাও—
মাঝিগণ। গেল—গেল—গেল—
বিপন্নদের সম্মিলিত আর্ত্তনাদ]

[কিয়ৎক্ষণ কাল মেঘের পানে চাহিয়া থাকিয়া আত্মবিস্মৃত ভাবে]

ওই কৃষ্ণ, ওই কৃষ্ণ—
ওই নব জলধর শ্যাম, মোর সনে করে চতুরালী।
বনমালী, দাঁড়াও, দাঁড়াও—এস, নেমে এস,
কাছে এস—হে দুরন্ত, যেয়োনা পলায়ে—

(আকাশে বিদ্যুৎ চমকিল)

হাসিতেছ? হানিয়া অপাঙ্গ-দৃষ্টি,
ছলি অবলায় লুকায়ে পলাতে চাও, শঠ?

(পুনরায় বিদ্যুৎস্ফুরণ)

ওই, ওই তব মুক্তাদন্তশ্রেণী
হাস্যে লাস্যে ফুটিছে অধরে! হে নিত্য পুরুষ,
বৃথা দুঃখ দিওনাক আর—এস ধরা দাও—

(আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণ, ঝড় ও মেঘগর্জ্জন; অদূরে সুসজ্জিত একখানি ময়ূরপঙ্খী নৌকা ডুবু-ডুবু প্রায়—আরোহিগণের ভীষণ কোলাহলসহ নৌকা অদৃশ্য হইলে)

[বাহ্যজ্ঞানরহিত অবস্থায় করতালি দিতে দিতে]

দোলে, দোলে, দোলে নন্দলাল—
কি আনন্দ, খল খল হাসি ধরে না শ্রীমুখে !
দে দোল, দে দোল, দুলিছে কদম্ব শাখে
দিয়া করতালি ওই যে কিশোর—

(কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া মুদ্রিত নেত্রে)

* অই, অই, ভেদি সপ্ত আবরণ, ক্ষিতি তেজ বায়ু ব্যোম,
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব—সহস্র-শীর্ষক, বিরাট পুরুষ,
অনাদি অনন্ত নিত্য শাশ্বত অক্ষয়। তাই নিত্য পুরুষের
পাদমূল পরশে পাতাল, আগে পাছে তার রসাতল,
গুল্‌ফে মহাতল, জানুতে সুতল,
দুইটি উরুর অধো উর্দ্ধে অই বিতল অতল,
জঘনে জাগ্রত এই শ্যাম মহীতল,
আর তার নাভি-সরোবরে এ অনন্ত নভস্তল।
বক্ষেতে স্বর্লোক্‌, গ্রীবা মর্হলোক, বদনে এ জনলোক,
প্রশস্ত ললাটে জাগে স্থির তপোলোক,
শিরবৃন্দে সমুজ্জ্বল চির সত্যলোক।
বাহু তাঁর ইন্দ্রাদি দেবতা, দিকচয় কর্ণের কুহর,
শব্দ তাঁর শ্রবণ-যুগল, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়,
অশ্বিনীকুমার দু'টি নাসিকা যুগল ;
দীপ্ত অগ্নি চক্ষু-তারা, নয়নে তাঁহার প্রোজ্জ্বল ভাস্কর,
চক্ষু-পক্ষদ্বয়ে রাত্রি ও দিবস, ব্রহ্মপদ ভ্রূভঙ্গী তাহার,
জল তালু, রস ও রসনা, ব্রহ্মরন্ধ্র বেদ ;

যম তব দন্ত-পংক্তি, ভবের মোহিনী মায়া চির হাস্য তব ;
কটাক্ষ তোমার দেব, এ অগণ্য অনন্ত সৃষ্টিতে।
ক্রীড়া তব ওষ্ঠ ও উত্তর, লোভ রক্তাধর,
স্তনরূপে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠদেশে অধর্ম্ম পড়িয়া।
মেঢ্র তব প্রজাপতি, শৃঙ্গদু'টি মিত্র ও বরুণ।
পর্ব্বত তোমার অস্থি, কুক্ষি সিন্ধুগণ।
হে বিরাট, নাভি তব নদনদীগুলি,
তরুলতা রোম-রাজি, বায়ু তব গতি, সন্ধ্যা সুবসন,
মেঘমালা কেশদাম, প্রকৃতি হৃদয়, চন্দ্র তব মন।
অশ্ব গজ পদ-নখ, কটি মৃগগণ।
মহত্তত্ত্ব বিজ্ঞান শক্তিতে, রুদ্র অহঙ্কারে,
বুদ্ধি তব স্বায়ম্ভুব মনু, পুরুষ আশ্রয়—
গন্ধর্ব্ব অপ্সর সিদ্ধ কিন্নর চারণে
ষড়জাদি সপ্তস্বরস্মৃতি, বীর্য্য তব অসুর সেনায়— *

(বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া সমাধি)

[পূর্ব্ব দৃষ্ট নৌকাখানি অতি কষ্টে তীরে ভিড়িল। নদীতে তুমুল তুফান, আকাশে ঝড় জল, বিদ্যুৎ ও মেঘ-গর্জ্জন সমান-ভাবে চলিতেছে। তীরে অবতরণ করিয়া মত্তাবস্থায় চারিজন ইয়ার সহ সুলতান, রহিম ও করিম মাঝি দুইজনকে গালাগালি দিতে লাগিল]

সুলতান। (সুরা-জড়িত-কণ্ঠে) তখনি তোকে বললাম নৌকা বাঁধ, কেন বাঁধ্‌লি না,—হারামজাদ্‌—নিমকহারাম।

(প্রহার)

রহিম। (প্রহৃত হইয়া আর্ত্তকণ্ঠে) খোদাবন্দ্, খোদাবন্দ্— হুজুরের হুকুম তামিল করতে বান্দারা একটুও কসুর করে নাই, কিন্তু তুফানে পানসী যে ভিড়ল না, মেহেরবান্ !

ইয়ারগণ। (মত্তাবস্থায়) কি ? ফের গোস্তাকী, হারামজাদ—

(পুনঃ পুনঃ প্রহার)

রহিম ও করিম। (প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া) হুজুর—মা বাপ, হুজুর—মা বাপ, জান বখশ দিন—জান গেল—জান গেল—

২য় ইয়ার। (প্রহার করিতে করিতে) ফের জবাব ?

[মীরা সমাধিভঙ্গে উঠিয়া]

মীরা। হাঁ, হাঁ, এ—কি করচ ! এ—কি করচ ! ক্রোধ সম্বরণ কর, বাবা, ক্রোধ সম্বরণ কর—

[মীরা রহিম ও করিমের মাথা কোলে করিয়া বসিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। সহসা মীরাকে দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, নিশ্চলভাবে একদৃষ্টে মীরার পানে চাহিয়া রহিল)

রহিম ও করিম। কে তুই আমাদের জান বাঁচালি, মা—

সকলে। শাহজাদা, কেয়া নসীব—কেয়া নসীব—

২য় ইয়ার। ইয়া আল্লা, বহুৎ আচ্ছা শিকার—

সুলতান। তাই মনে হচ্চে—একে চাই, যেমন করে হোক্ —একে চাই।

৩য় ইয়ার। আলবাৎ চাই—

সুলতান। (মীরার প্রতি) বিবিজান, এদের ত রক্ষা করলে, এবার দয়া করে' গোলামকে রক্ষা কর ? চল—

মীরা। ভগবান বাসুদেব !

১ম ইয়ার। (সভয়ে) বিবিজান ! তোমার বরাত ফিরে গেছে—

সুলতান। সুন্দরি, তুমি রাজ্যেশ্বরী হবে—আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকব—এস, এস প্রিয়তমে—

মীরা। (সরিয়া গিয়া) হে কৃষ্ণ, অনাথনাথ,
ভয়হারি, লজ্জাবারি, পাণ্ডবের সখা নারায়ণ—

(মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ—মাঝিদ্বয় উত্তেজিত ভাবে
উঠিয়া দাঁড়াইল)

সুলতান। হৃদয়েশ্বরি ! ঐ শোন' কি মেঘ-গর্জ্জন, এখুনি আবার জল এসে পড়্‌বে—এস, এস নৌকায়। তোমার পায়ে ধরি, আমি মালবের যুবরাজ, তোমার গোলাম—

(পদধারণে অগ্রসর)

মীরা। (সরিয়া গিয়া) সাবধান, করিও না অঙ্গস্পর্শ মোর।

ইয়ারগণ। (উচ্চহাস্য করিয়া) কেয়াবাৎ হ্যায়, কি খুব সুরৎ—

৪র্থ ইয়ার। শাহজাদা, বৃথা কথা কাটাকাটি করে কি হবে ? ওকে সবাই মিলে নৌকায় আগে তোলা যাক, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে—

সুলতান। উত্তম। তাই কর, দেখি—কোন্ খশম ওর, ওকে রক্ষা করে—

মীরা। (ভীতভাবে) নারায়ণ—

সুলতান। কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে? নাও—ভয় কি! তোমরা ক'জনে একটা মেয়েমানুষকে বাগাতে পারচ না?

(ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ। ইয়ারগণের মীরাকে ধরিতে গেলে)

রহিম। (হঠাৎ মীরাকে আড়াল করিয়া) খবরদার—

করিম। (তদ্রূপ করিয়া) আর এগিয়েচ কি—এই হাতের বাড়ীতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো—

মীরা। লীলাময়, একি লীলা তব দয়াময়,
স্বর্গ ও নরক পাশাপাশি?

সুলতান। কি? আমার চাকর হ'য়ে—

রহিম। খবরদার সয়তান, আমরা খোদার নোকর—

সুলতান। উত্তম, তবে খোদা-ই তোদের রক্ষা করুক—

[তরবারি বাহির করিয়া সুলতানের রহিম ও করিমকে আক্রমণউদ্যোগ, ইয়ারগণের মীরাকে ধরিবার উপক্রম। সহসা প্রচণ্ড মেঘগর্জ্জনের সঙ্গে বজ্রাঘাত। মীরা ব্যতীত সকলে মূর্চ্ছিত। নিকটে একটী শুষ্ক তালগাছের মাথায় বজ্রাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ও নদীতীর আলোকিত হইয়া উঠিল]

মীরা। বাসুদেব, বাসুদেব—
আছ, আছ, তুমি আছ—
বজ্রে আছ, বজ্রাঘাতে আছ,
সদা মোর কাছে কাছে আছ।

[পটক্ষেপণ]

পঞ্চম দৃশ্য

—০—

স্থান—মালবের প্রাসাদ-কক্ষ।

কাল—প্রহরাতীত রাত্রি।

[মামুদ, ওম্‌রাওগণ ও নর্ত্তকীগণ]

[মামুদ উপবিষ্ট নিমন্ত্রিত অতিথিগণকে পান আতর আলবোলার নল প্রভৃতি দিয়া ও দেওয়াইয়া অতিথিসংকারে ব্যস্ত। সম্মুখে ইরাণী নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত চলিতেছিল]

নর্ত্তকীগণের গান

(আমরা) রূপের হাওয়া বয়ে যাই অনুখণ।
দুদণ্ড সে আদর করে, যাহার যখন প্রয়োজন ॥
(আমরা) শরৎ-প্রান্তের শেফালি
আঁধার ঘরের দুলালি
জ্বালায়ে সুরভি-দেয়ালি
রজনীর শেষে ঝরিয়া পড়ি গো—করিয়া আত্মনিবেদন ॥
(এই) ভুবনে আমরা একেলা
নূতন ও-বেলা এ-বেলা
ভাসায়ে রূপের এ ভেলা
কামনার নদী করি পারাপার—এস হে যাত্রী প্রিয়জন ॥

সকলে। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা, তোফা তোফা—

* ১ম ওম্‌রাও। নবাব সাহেব ! গোস্তাকী মাফ করবেন—

সরাব না হলে যেন সব ফাঁকা-ফাঁকা ঠেক্‌চে—

[একদল সরাপের সমর্থন ও আর একদল প্রতিবাদসূচক "আল্‌বৎ, আল্‌বৎ, হারাম্ হারাম্" শব্দে চেঁচাইয়া উঠিল]

মামুদ। আমীর সাহেব, বান্দার কশুর মাফ্ হয়। মদটা আমার দু'চক্ষের বিষ—তাই ওটার আর কোনও বন্দোবস্ত করি নাই।

সকলে। কেন? কেন?

মামুদ। শুধু যে কোরাণে মদকে হারাম বলেচে, ঠিক তাই নয়। আমার বিশ্বাস, এই দুনিয়ায় যিনি যত বড় লোকই হোন্ না কেন, ভুল ভ্রান্তি অন্যায় সবাই কিছু না কিছু করেই থাকেন। কেউ না জেনে করে, আবার কেউ জেনে শুনে করে। অন্যায়ের দিকেই ইন্‌সানের কেমন ঝোঁকটা যেন একটু বেশী! কাজেই, মদ খেয়ে মানুষ ভগবদ্দত্ত জ্ঞানটাকেও যদি কৃত্রিম উপায়ে খোয়াতে সুরু করে, তা'হলে এ দুনিয়াটা যে অচিরেই একটা মস্ত কশাইখানা হয়ে পড়্‌বে, জনাব—

২য় অমাত্য। বেশী খেলেই জ্ঞান হারাতে হয়। ফুর্ত্তির জন্যে একটু আধটু খেতে আর দোষ কি?

৩য় অমাত্য। ও এমন জিনিষ যে, একটু ও কখনই থাকে না। মাত্রা বেড়ে যাবেই—তাই ও না খাওয়াই সব চেয়ে ভাল—নবাব সাহেব ঠিকই বলেচেন—

মামুদ। মেয়ে মানুষের নেশাও তাই। একবার পরস্ত্রীর পানে মন গেলে, আর তা শোধ্‌রানো শক্ত—

১ম অমাত্য। মদ খাব না, মেয়ে মানুষ ছোঁব না—তা'হলে দুনিয়ায় আর কি রইল ?*

সকলে। তবে গাও, আবার গাও—আবার গাও—

(নর্ত্তকীগণের পুনরায় গীত।)

(মোরা) ইরানের অধিবাসী—
গুলবাগে মোরা ঘুমাইয়ে থাকি, খুশবু হাওয়ায় নিশ্বাসি।
আঙ্গুরের রসে গঠিত এ দেহ, বুলবুল সম প্রাণ,
ফিনলোচ্ছল মোদের পীরিতি, মদিরার মত গান—
ভালবাসি তাই, ভালবাসি শুধু, হে সাকী, হে প্রিয়, বঁধু—
লহ' রূপরাশি, লহ' এই হাসি—বল' শুধু ভালবাসি ॥

(প্রস্থান)

(আহত অবস্থায় রহিমের প্রবেশ)

রহিম। গরীব-পড়োওর, খামিন্দ—গোস্তাকী-মাফ হয়—শাহজাদা সুলতানের প্রাণ সংশয়—

মামুদ। সে কি ? সে কি ?

সকলে। সে কি ? সে কি ?

রহিম। হুজুর ! চারজন ইয়ার নিয়ে আজ বিকালে তিনি পান্‌সী করে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই উজিরপুরের জঙ্গলে যেতে না যেতেই খুব তুফান হয়। বনের মধ্যে এক জায়গায় পান্‌সী ভেড়াতেই শাহজাদা আমাকে, আর আমার ভাই করিমকে, খুব মারপিট, গালাগালি করতে লাগলেন—

মামুদ। কি অপরাধে ?

রহিম। তুফানের আগে পান্‌সী ভেড়ান হয় নি বলে—

মামুদ। তারপর ?

রহিম। আমাদের চিৎকার শুনে, সেই বনের মধ্যে হঠাৎ এক নওজোয়ান আওরাৎ এসে আমাদের রক্ষা কর্‌লেন—তাই দেখে, শাহজাদা আর তাঁর সঙ্গিগণ, তাঁর সঙ্গে আশনাই করতে গেলেন, সে তা শুনবে কেন ? তখন তাঁকে জবরদস্তি ধরবার জন্যে তাঁরা চেষ্টা করেন—

মামুদ। বটে ?—

রহিম। হুজুর, কসুর মাফ হয়, সে বিবিসাহেব আমাদের জান দিয়েছিল ; সুতরাং স্থির থাকতে না পেরে, আমরাও রুখে দাঁড়াই। তখন শাহজাদা তরোয়াল খুলে আমাদের কাট্‌তে এলেন—সঙ্গীরা সব বিবিসাহেবকে ধরতে ছুটলো। বিবি-সাহেব একমনে খোদাকে ডাকতে লাগলেন—অমনি ভয়ানক আওয়াজ করে' এক বজ্জর পড়ল। আমরা সব অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। জ্ঞান হ'তে দেখি, সেই টুলটুলে কঞ্চির মত মেয়েটি আমাদের শুশ্রূষা কচ্ছেন—শাহাজাদার এখনও জ্ঞান ফিরে আসে নি। সে মেয়েটি তাঁকে আগলে বসে আছে। শাহজাদার পরিচয় পেয়ে, আমায় বল্লেন—শিগ্‌গির আপনাকে খবর দিতে—

মামুদ। বন্ধুগণ—মার্জ্জনা করবেন, শাহজাদা নিজকৃত পাপের ফল পেয়েচেন, তার জন্য আমি দুঃখিত নই। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না, কে এই অসামান্যা রমণী, যে এমন অত্যাচার বিস্মৃত হয়ে, আততায়ীগণের জীবনরক্ষার জন্য এত

ব্যাকুলা। রহিম, তুমি শীঘ্র নৌকা প্রস্তুত কর'—আমি নিজে সে রমণীকে দেখে আসব। [রহিমের সহিত প্রস্থান।

সকলে। যা বাবা, সব আমোদটাই একদম মাটী হ'ল—

(সকলের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

ষষ্ঠ দৃশ্য

—০—

স্থান—কুটীর—সম্মুখে তুলসীমঞ্চ।

কাল—প্রভাত।

মীরার গান

দুঃখ আমার প্রাণের দোসর, জন্ম-সোদর, সঙ্গী সাথী,
তাহার সাথে বসত আমার এক-চালাতে দিবস রাতি।
নিদাঘ-দিনে রৌদ্র-তাপে রুদ্র হয়ে আসে সে,
বর্ষারাতে ঝঞ্ঝাবাতে বজ্র হয়ে হাসে সে,
তুহিন-শীতে শোনিত-মাঝে, দেয় সে সাড়া নৃত্যে মাতি॥
মিলন-কুঞ্জ তাহার চির-বিয়োগ-ব্যথার কারাগার,
হাসি-গানের আল্পনাটি মুছিয়ে, সে দেয় তিলক তার,
মরণ-জয়ী অমর টীকা সর্ব্বনাশী সর্ব্বঘাতী॥

মীরা। দয়াময়, অসীম করুণা তব ! নির্ব্বাসনে জনহীন স্থানে,
সব ঠাঁই আছ তুমি মোর কাছে কাছে—
আপনি দিয়াছ তুমি বহু পরিচয় তার।
হেথা এই যবন-আশ্রয়ে, এখানেও পেয়েছি তোমায় ;
দয়াময় ! কোটী কোটী প্রণাম তোমায়।

(প্রণামান্তে ক্ষণেক ধ্যানস্থ থাকিয়া)

* হে পরম, হে নিত্য প্রকাশ, অদ্বিতীয়, এক, কৃষ্ণ,
অনাবৃত ভেদহীন আনন্দ-স্বরূপ,
মায়া-গুণ-ক্ষোভে বহু হয়ে, ভুলাইছ প্রমত্ত মানবে।
অনীশ্বর অ-কৃষ্ণবাদীরা, ভুলিয়া তোমায়,
মিথ্যা শোক পরিভবে মহা দুঃখ পায়।
হে চির-কিশোর, অনন্ত অনাদি নিত্য তুমি ;
হে আত্ম-চৈতন্যরূপ, নিরস্তাবরণ সত্য, পরব্রহ্ম
আনন্দ-সঘন মূর্ত্তি, নির্ব্বিকার নিরুপাধি হরি,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতু তুমি, আত্মার ঈশ্বর।
স্বল্পবুদ্ধি ভ্রান্ত নর মত্ত অভিমানে—
শত ভেদ করিছে তোমায়, দিয়া নিত্য আখ্যা শত শত।
বৈদান্তিক কহে, ব্রহ্ম তুমি ; মীমাংসক, ধর্ম্ম ;
সাংখ্য কহে, ভিন্ন তুমি প্রকৃতিপুরুষ হ'তে—
পরমপুরুষ পরেশ ; পাঞ্চরাত্র কহে,
নবশক্তি-যুক্ত তুমি পরম-ঈশ্বর ;
পাতঞ্জল কহে, অতন্দ্র অব্যয় মহান্ পুরুষ তুমি ;
আমি মূর্খ পাপী, শুধু জানি, হে কৃষ্ণ দয়াল হরি,

তুমি সেই নন্দের দুলাল, গোপীজনসখা চির—
তমাল-কদম্ব-নীপ-নিকুঞ্জ-বিতানে,
রাখাল-বেষ্টিত গোষ্ঠে চির বৃন্দাবনে— *

(মামুদের প্রবেশ)

* মামুদ। মা, আমি আস্‌তে পারি ?—

মীরা। এস বৎস, হিন্দুধর্ম্মে নাহি জাতিভেদ।
কর্ম্মভেদে বর্ণভেদ শুধু। দীনদুঃখী অনাথ আতুর,
গরীব ও "ছোটলোক" কয় যাহাদেরে,
তাহারাই প্রতিভূ হরির। দরিদ্র অন্ত্যজ বলি যারে নর
রাখিয়াছে দূরে অস্পৃশ্য করিয়া দর্পভরে,
তাহারাই নারায়ণ, শ্রীহরি যে বাঁধা তাহাদেরি দ্বারে,
তাদের করিলে সেবা, সে সেবা কৃষ্ণেরি।
গুহকের মিতা রাম, শবরীর স্নেহের অতিথি ;

মামুদ। মা, এ কথা তো কখনও শুনি নাই—

মীরা। ঈশ্বরের কাছে, বৎস্য, নাহি হিন্দু, নাহিক যবন—
বিরাট মানুষ এক অভিন্ন মহৎ—
একমাত্র ধর্ম্ম মানুষের, সে এই বৈষ্ণবধর্ম্ম।
হরি নামে পাত্রাপাত্র নাই, নাহিও সময় কিম্বা অসময়,
নাহি উচ্চ নীচ বর্ণ ভেদ, নাহি রাজা প্রজা,
সকলেরি তুল্য অধিকার, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সবে।
হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে,
পরায়ণ যবনের ঠাঁই উচ্চে বহু—

মধুহীন স্বর্ণপাত্র হ'তে, মধুভরা মৃৎভাণ্ড যে শতগুণে ভাল
মানুষের জা'ত, মানুষই জগতে।
মানুষে করিলে ঘৃণা অপমান,
সে ঘৃণা ও অপমান পৌছে ভগবানে ;
মানুষে যে ভালবাসে, পূজে সে হরিরে। *

(শেখরের প্রবেশ)

শেখর। মা—মা—
মীরা। কি হয়েছে রাজ-কবি ? স্বামীর কুশল মোর ?
শেখর। অমঙ্গলে ছেয়েছে চিতোর, শীঘ্র কর উচিত যা হয়।
মীরা। সন্দেহে না রাখ, বৎস, কহ' প্রকাশিয়া।
শেখর। যে মুহূর্ত্তে, রাজলক্ষ্মী, তুমি, ছেড়ে এলে চিতোর নগর—
অমনি হইল রুদ্ধ মন্দিরের দ্বার,
পূজা বন্ধ গোবিন্দের, নারায়ণ উপবাসী র'ন তদবধি।
তাই মাগো, বিকল-অন্তর, তোমারি সন্ধানে
ছুটিয়া আসিনু হেথা প্রতিকার আশে।

মামুদ। মা! চিতোর হ'তে রাজ-কবি শেখর এসেচেন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে চান—অনুমতি হ'লে এখানে নিয়ে আসি।

মীরা। শেখর? শেখর?

কোথায় বাপ? কোথায় বাপ? এখনি তাঁকে এখানে নিয়ে এস। (মামুদের প্রস্থান)

হেথা কেন রাজ-কবি ? নির্ব্বাসিতা আমি চিতোর হইতে,

মোর সাথে তাঁর কিবা প্রয়োজন ?
স্বামী মোর আছেন কুশলে ?

মীরা। এঁ্যা—একি ! একি ? কোন মহাপাপে হেন শাস্তি মোর ?
একি অকল্যাণ ? উপবাসী নারায়ণ ?
কেন হেন অকরুণ প্রাণের মাধব,
করিয়াছি কোন অপরাধ শ্রীচরণে, প্রভু ?
কায়মনোপ্রাণে দাসী, দাসী যে তোমারি—
শয়নে, স্বপনে, জাগরণে—সতত যে ডাকিতেছি তোমা !
হে দয়াল ! হে নিখিল-পতি !
পৌছে নাকি সেবিকার সে কাতর ডাক ?
কহ' প্রভু, কেন রুষ্ট হলে ?
কেন ফিরাইলে মুখ, কি দোষ দাসীর ?
আর তো রহিতে নারি হেথা—
এ ছার জীবনে তবে কিবা প্রয়োজন,
নারায়ণ উপবাসী যবে ?
না মানিব মানা, রাজাদেশ করিব লঙ্ঘন,
যাব ফিরে চিতোর নগরে। হে শেখর, রাজ-কবি—
লয়ে চল মোরে—চিতোরে এখনি,
গোবিন্দের পাদপদ্মে, এ জীবন দিব বিসর্জ্জন।

(মীরার বিহ্বলভাবে শেখরের অনুগমন)

(পটক্ষেপণ)

সপ্তম দৃশ্য

—০—

স্থান—রণছোড় জীর মন্দির-সম্মুখ নাট-মন্দির।

কাল—সন্ধ্যা।

(রুদ্ধ-দ্বার মন্দির)

[মন্দির-সম্মুখে কয়েকজন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী হত্যা দিয়া পড়িয়া]

[দেবদাসীগণ গাহিতেছে]

গীত

কথিত সময়েঽপি হরি রহহ ন যযৌ বনং।
মম বিফল মিদমমল মপি রূপযৌবনং॥
যামিহে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা॥
যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতং।
তেন মম হৃদয়-মিদমসমশর-কীলিতং॥
মম মরণমেব বরমতিবিতথ-কেতনা।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা॥
মামহহ বিধুরয়তি মধুর মধুযামিনী।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃত-কামিনী॥
অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং।
হরিবিরহ দহন বহনেন বহুদূষণং॥
কুসুমসুকুমার তনুমতনুশর-লীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষম শীলয়া॥
অহমিহ নিবসামি ন গণিত বনবেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা॥

১ম বৈষ্ণব। একি হ'ল ভাই, একি হ'ল? আজ সাতদিন ধরে' মন্দির-দ্বার রুদ্ধ! কোন মহাপাপে—কার মহাপাপে, শ্রীহরি আমাদের প্রতি বিমুখ, তাতো বুঝতে পাচ্ছি না!

২য় বৈষ্ণব। মহাপাপ আর কার বুঝতে পাচ্ছ না, ভাই! শাস্ত্রে বলে, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট। মহারাণা যে মহাপাতক করেচেন এবং আজও কর্‌চেন—তাতে শুধু রণছোড়্‌জীর মন্দির দ্বার রুদ্ধ কি—চিতোর রাজ্য শুদ্ধ শ্মশানে পরিণত হবে।

১ম বৈষ্ণব। সে তো সত্য কথা। বিনাদোষে সতীলক্ষ্মীর অপমান? মহাদেবী মীরাবাঈ—স্বয়ং চিতোরের পুর-লক্ষ্মী! সাক্ষাৎ কমলা! তাঁকে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিতা করা, মানে রাজ্যের লক্ষ্মীকে নিজহস্তে বিদায় করা! লক্ষ্মী যদি বিদায় হলেন, নারায়ণ তবে চিতোরে আর কার জন্য থাকবেন? মহাপাতকীদের মঙ্গলের জন্য? অসম্ভব!

২য় বৈষ্ণব। গোবিন্দসিংহ আর কবি শেখর, রাজ্যের কল্যাণের জন্য, শুনেচি মহারাণী মীরাবাঈকে আন্‌তে গেছেন! তাঁদেরও তো কোনো সংবাদ নেই।

১ম বৈষ্ণব। তুমি কি ক্ষেপেচ? মহারাণা স্বামী হয়ে নিরপরাধিনী পত্নীকে নিজে নির্ব্বাসিত করেচেন, সে অপমান ভুলে, দেবী কি আর চিতোরে প্রবেশ কর্‌বেন? স্ত্রীলোক বলে' সত্যিই কি তাঁর মান অভিমান নাই?

(মীরাবাঈর প্রবেশ)

মীরা। না—না—হে সাধু বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণ! নাহি মান অপমান
লজ্জা ভয় কিছু নাই! ভিখারিণী দীনহীনা যে রমণী,

মান অপমান তার কি আছে সংসারে ?
হরিপ্রেমে ঢালিয়াছি কায়, শ্রীহরির রাঙ্গা পায়
বিকায়েছি দেহ-প্রাণ-মন, করিয়াছি সর্ব্বস্ব অর্পণ যবে—
তুচ্ছ মান লয়ে তবে কি হবে আমার ?

সকলে। জয় মহারাণী—মীরাবাঈ !

মীরা। সম্বর্দ্ধনা মোরে কোন্ প্রয়োজনে,
বুঝিতে না পারি, ওহে সুধীগণ।
রাজ-আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন,
উপেক্ষিয়া নৃপতির দণ্ড নির্ব্বাসন—
আসিয়াছি স্বচক্ষে হেরিতে
হরিভক্তগণ—কিসের কারণ দুঃখ পান এত !

১ম বৈষ্ণব। মা-মা, দেবি, মহারাণী,—কর প্রতিকার—
মন্দির-দুয়ার উন্মুক্ত হইবে যা'য় !
হায়—হায়—মহাপাপী মোরা সবে—
সাতদিন উপবাসী রয়েছেন প্রভু,
এ যে মহা অলক্ষণ সূচিত এ রাজ্যে !
মাতা, তদবধি অনাহারে মোরা সবে,
পড়িয়া হেথায়—উদ্দেশে শ্রীহরি পায়—লুটি ধরাতলে।
মাগো তবু নারায়ণ—সদয় না হন।
তুমি দেবী হরিপ্রিয়া—অতুলনা হরিভক্তি-পরায়ণা
তুমি বিনা তুষ্ট নাহি হবেন শ্রীহরি।

মীরা। হে সাধু সজ্জনগণ, গুরু অপরাধ-ভার—
শিরে মোর না কর অর্পণ !

নন রুষ্ট জনার্দ্দন—তোমাদের পরে।
বড় সাধ করে'—নিত্য প্রাণ ভরে' পূজিবার তরে—
গর্ব্বে দর্পে করি কত আত্মনিবেদন—
শ্রীহরি-বিগ্রহ করেছি স্থাপন, করেছি এ মন্দির-নির্ম্মাণ।
বিধাতার বিচিত্র বিধান—
নির্ব্বাসিতা অভাগিনী নিজ কর্ম্ম-দোষে।
দুর্ভাগ্যের বশে, নিত্য বসিয়ে মন্দিরে পূজি শ্রীহরিরে,
নারিলাম প্রতিজ্ঞা পালিতে—
তেঁই রুষ্ট নারায়ণ মম আচরণে,
মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ তেঁই সে কারণে।
হে বৈষ্ণবগণ! কালব্যাজে নাহি প্রয়োজন—
প্রাণ ভরি উচ্চকণ্ঠে বল হরি হরি,
ভক্তিভরে ডাক নারায়ণে,
ভক্তাধীনে কর তুষ্ট তোমরা সকলে—
আমি বসিয়া ভূতলে,
অশ্রুজলে, উদ্দেশে ধোয়াই তাঁর রাতুল চরণ।

[মীরার ধ্যানস্থ হওন]

(বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীগণের গীত)

হরিসে লাগি রহ রে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই॥
দৌলত দুনিয়া মাল খাজনা, বানিয়া বহেলা চড়াঈ।
একদম সব ঠাণ্ডা পড়েগা খোঁজ খবর না পাই॥
অন্ধা তরে, বন্ধা তরে, তরে সুজন কশাই।
শুগা পঢ়াকে গনিকা তরে, তরে মীরাবাঈ॥

মীরা। হরি, হরি, লজ্জা-নিবারণ! কত লজ্জা দিবে অবলারে?
যদি অপরাধী কমলচরণে,
নিজগুণে কর ক্ষমা, ওহে ক্ষমাকর।
নিতান্ত কাতর—ভক্তগণ তব, ওহে শ্রীমাধব—
আর রুষ্ট থেকো না হে দয়াময়, নারায়ণ!
বল, কত আর সয়?
বল—বল—প্রভু, কোন প্রায়শ্চিত্ত করিলে বিধান,
ভগবান্—খুলি দ্বার দেখাইবে শ্রীচরণ?
না, না, হরি—নহ তুমি এত নিরদয়, জগজ্জন কয়—
ভক্তের ব্যথায় ব্যথা পাও যে হে তুমি চিরদিন।
একি!—নিতান্ত কি শুনিবে না—দাসীর প্রার্থনা?
তবে, তবে—ব্যর্থ মম সব নিবেদন?
নারায়ণ সত্যই বিরূপ মম প্রতি—

(কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া)

না, না, মহাপাপিনী যে আমি,আমি যদি রহি এই স্থানে—
কৃপা নাহি করিবেন হরি। যাই—যাই, নিবিড় কাননে—
অনশনে বসিয়ে নির্জ্জনে—করি হরিনাম উচ্চারণ;
পাপদেহ দিই বিসর্জ্জন, দেখি যদি নারায়ণ তুষ্ট হন তায়—

(প্রস্থানোদ্যতা ও সকলের বাধা দেওন)

সকলে। দেবি! দেবি! কোথা যাও তুমি?
তুমি গেলে হরিকৃপা নাহি হবে লাভ।

মীরা। একি, একি, ঘোর সমস্যা আমার—
নিদারুণ এ যন্ত্রনা আর যে সহিতে নারি।

হরি, হরি, সর্ব্বত্র যে বিরাজিত তুমি,
সে তো জানি আমি—
অন্তর্যামি ! বুঝেছ তো অন্তরের ব্যথা !
তবে কোথা অলক্ষ্যে রহিয়া,
ভক্তদুঃখ হেরি সুখ পাও প্রাণে ?
হে ছলনাময়, সত্য যদি হইয়ে নিদয়—
কাতর ক্রন্দনে নাহি কর কর্ণপাত, জগন্নাথ,
করি প্রণিপাত, এই মন্দির-বাহিরে—
দয়াময় নামে তব কলঙ্ক অর্পিব ।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সকলে । কি হ'ল—কি হ'ল ? ধরাশায়ী কেন মহারাণী ?

১ম বৈষ্ণব । মা, মা, অভাগিনী জননী আমার,
সত্য কি মা ধরা-ধাম ত্যজি,
হরিপাদপদ্মে মিশাইবি আপনায় ?
মাগো ! এই ভাবে তোমারে লইতে কোলে,
ছলে ভুলাইয়া আমা সবাকারে,
শ্রীহরির একি নবলীলা !

মীরা । (মূর্চ্ছাভঙ্গে জাগিয়া)
এসেছ ? এসেছ হরি ? কাতর ক্রন্দনে—উষ্ণ অশ্রুজলে—
গলেছে কি পাষাণ হৃদয় ? জয় জয় নারায়ণ—
দেখ, দেখ, দেখ হে বৈষ্ণবগণ, ঐ ঐ, ভুবনমোহন—
স্বহস্তে করেন উন্মোচন—মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার—

[মন্দিরের দরজায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব]

ভক্তাধীন ঠাকুর আমার, ভক্তে কভু হন কি নিদয় ?

বল—জয় জয় নারায়ণ, জয় জয় হরি, অনাথশরণ !

বৈষ্ণবগণ। কৈ কৈ কৈ মা—এখনও যে হেরি রুদ্ধদ্বার ?

মীরা। রুদ্ধ দ্বার ? না, না, দেখ' ভাল করে,'

চেয়ে দেখ'—ঐ-ঐ রাধা-কৃষ্ণ যুগল-মূরতি

বিরাজেন মন্দির ভিতরে—

দেখ, দেখ, ভাল করে' ঐ ঐ—

(আপনা-আপনি মন্দিরদ্বার খুলিল এবং জ্যোতির্ম্ময় রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল)

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—

সমবেত গীত

সঞ্চরদধরসুধা-মধুর-ধ্বনি-মুখরিত-মোহন-বংশং।
বলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল মৌলি-কপোল-বিলোল-বতংশং ॥
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং
স্মরতি মনোমম কৃতপরিহাসং ॥

চন্দ্রক-চারু-ময়ূর-শিখণ্ডক-মণ্ডল-বলয়িত কেশং
প্রচুর-পুরন্দর-ধনুরনুরঞ্জিত মেদুর মুদির সুবেশং।
গোপ-কদম্ব নিতম্ববতী-মুখ-চুম্বন-লম্ভিত-লোভং
বন্ধুজীব-মধুরাধর-পল্লবমুল্লসিত স্মিতশোভং ॥

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজ-প্রাসাদ।

কাল—প্রভাত।

কুম্ভ। সত্য এ সংবাদ?

গোবিন্দ। সত্য, মহারাণা! করস্পর্শে মা'র, মুক্ত রুদ্ধ দ্বার।

কুম্ভ। কুহকিনী নারী, কুহকের বলে ভুলায়েছে সরল বিশ্বাসিগণে।
মায়া-জাল, ইন্দ্র-জাল, যাদু—ভুলাইতে নারিবে আমারে।
উপযুক্ত শাস্তি দিব তারে। কহ শীঘ্র—
নির্ব্বাসিতা রাজদণ্ডে দণ্ডিতা যে নারী—
কেমনে সে পশিল চিতোরে পুন?

শেখর। মহারাণা, অপরাধী আমি—আমি মায়ে এনেছি ফিরায়ে—

কুম্ভ। তুমি? কবি? তুমি রাজ-আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন,
নির্ব্বাসন হতে ফিরায়ে এনেছ তারে?

শেখর। নিরুপায়ে, রাজ-আজ্ঞা করেছি লঙ্ঘন!
দেবকার্য্য করিতে সাধন, ফিরায়ে এনেছি মায়ে।

কুম্ভ। দেবকার্য্য? দেবকার্য্য? মিথ্যা কথা!—
আত্মকার্য্য করিতে সাধন, এসেছে পাপিনী হেথা
ছলে ভুলাইয়া সবে। কোথা মীরা?
এখনো কি রয়েছে সে গোবিন্দ-মন্দিরে—
করিবারে নিজ-লীলা মাহাত্ম্য-প্রচার?
এখনো কি পূরে নাই সাধ? এখনো কি চাহে দুষ্টা,
উত্তেজিয়া প্রজাগণে, খর্ব্ব করিবারে রাজ-শক্তি মোর?
ঘুচাইব ছলনা তাহার—কে আছ ওখানে?

(প্রহরীর প্রবেশ)

ভানুসিংহে দেহ' সমাচার। (প্রহরীর প্রস্থান)

গোবিন্দ। মহারাণা, চিরদিন হিতাকাঙ্ক্ষী আমি তব—
অনুরোধ রাখ' এ বৃদ্ধের—অকারণ রোষ-বশে,
ঘটায়ো না আর কোন' অনর্থ নূতন।

কুম্ভ। রাজ্যে মোর ঘটিবে অশান্তি, নিশ্চিন্তে দেখিব তাহা?

(ভানুসিংহের প্রবেশ)

ভানু,আজ্ঞা মোর করি অবহেলা,এসেছে চিতোরে মীরা।

ভানু। বিদ্রোহী সে মহারাণা, শাস্তি তার করুন্ বিধান।

কুম্ভ। বন্দী করি লয়ে এস তারে—দিব শাস্তি বিচার করিয়া।

ভানু। যথা-আজ্ঞা মহারাণা। (ভানুর প্রস্থান)

গোবিন্দ। মহারাণা—

কুম্ভ। স্তব্ধ হও—অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ—

শেখর। রাণা, রাজ-আজ্ঞা করি অবহেলা
আনিয়াছি আমি মায়ে ফিরায়ে চিতোরে—
দণ্ড দাও মোরে, অপরাধী একমাত্র আমি—
অমর্য্যাদা করো না মাতার।

কুম্ভ। তুমিও পাবে না পরিত্রাণ ;
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের যোগ্য দণ্ড তুমিও পাইবে।

(শৃঙ্খলিত মীরাকে লইয়া ভানুসিংহের প্রবেশ)

মীরা। মহারাণা, লহ' প্রণাম দাসীর।

কুম্ভ। কহ' নারি, কি সাহসে রাজ-আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন
এসেছ চিতোরে পুনঃ ?

মীরা। বলিবার নাহি কিছু মোর, দণ্ড-যোগ্য আমি—
দাও শাস্তি, লব মাথা পাতি।

কুম্ভ। দিব শাস্তি অতীব ভীষণ।
খুচাইব কৃষ্ণপূজা-ছলনা তোমার।
ভাবিয়াছ মনে বুঝি, এড়াইবে রাজ-দণ্ড
ছল করি পশিয়া চিতোরে ?
ইন্দ্রজালে মুগ্ধ করি যত সব মূর্খ অর্ব্বাচীনে,
প্রতিষ্ঠা করিয়া লবে গৌরব আপন,
আমারে করিয়া ঘৃণ্য প্রজাগণমাঝে ?

মীরা। সে কি মহারাণা, হীন হতে হীন আমি, দাসী গোবিন্দের

কুম্ভ। দাসী কেন ? গোবিন্দের প্রিয়পাত্রী তুমি !
অভাবে তোমার রুদ্ধ হয় মন্দিরের দ্বার—

শক্তি কারো নাহি হয় উন্মোচন করিবারে তাহা !
তুমি না আসিয়া—শ্রীকরে না স্পর্শিলে সে দ্বার—
অনন্ত—অনন্ত—কাল—রুদ্ধ দ্বার—
চির-রুদ্ধ হইয়া থাকিত।

(মীরা অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল)

নিরুত্তরে করুণার হবে না সঞ্চার—
করুণার স্থান আর নাহি এ হৃদয়ে। রাজদ্রোহী তুমি—
আজি হতে যতদিন রহিবে জীবিত, আবদ্ধ রহিবে তুমি—
চিতোরের অন্ধকার কারাকক্ষমাঝে—
আলো বায়ু না পশে যেথায়—সামান্যা বন্দিনী সম—

গোবিন্দ। মহারাণা, মহারাণা—ঘটেছে কি বুদ্ধি-ভ্রংশ তব ?
উন্মাদ হইয়া গেছ ? হারায়েছ হিতাহিত জ্ঞান ?

কুম্ভ। গোবিন্দসিংহ, ভুলিও না কর্ত্তব্য আপন—
প্রভু আমি, ভৃত্য তুমি—
স্পর্দ্ধা তব করিতেছে সীমাঅতিক্রম।

গোবিন্দ। রাণা ! তুমিই ভুলিয়া গেছ কর্ত্তব্য তোমার—
স্বেচ্ছাচার চালাইছ বিচারের নামে।
তোমারে মন্ত্রণা-দান নিস্ফল এখন !
অবসর দাও মোরে—রাজ-কার্য্য হতে।

কুম্ভ। তাই হবে। ভানুসিংহ, আজ্ঞা মোর করহ পালন,
লয়ে যাও কারাগারে এখনি মীরারে—
রাজ-কবি ! তুল্য অপরাধে অপরাধী তুমি—
যে শাস্তি মাতার, সে শাস্তি পুত্রেরো।

(বেগে লালবাঈয়ের প্রবেশ)

লাল। মহারাণা! ক্ষম' অপরাধ—
অপমান করিও না রাজ্যের লক্ষ্মীরে

(মীরার শৃঙ্খল-উন্মোচন)

ক্ষমা কর সুহৃৎ শেখরে—

কুম্ভ। কে সুহৃদ্? রাজলক্ষ্মী কেবা? কুহকিনী এই নারী!

লাল। মিথ্যা কথা।
যার নিষ্ঠা হেরি,—সৈন্যগণ নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি—
রাজ-আজ্ঞা করে অবহেলা,
অভাবে যাঁহার—আপনি শ্রীহরি পূজা নাহি ল'ন,
রাজ্যে হয় অনর্থ বিষম—
করস্পর্শে যাঁর মন্দিরের রুদ্ধদ্বার—হয় উন্মোচিত—
কুহকিনী না ভাবিও তারে। ভক্তিমতী, সতী-শিরোমণি,
অমর্য্যাদা করিলে তাঁহার, এ রাজ্যের চিহ্ন নাহি রবে।

কুম্ভ। শুনিব না কোনো কথা, শাস্তি দিছি বিচার করিয়া।

লাল। সত্য যদি অপরাধী মীরা, ক্ষমাযোগ্যা তবু সে তোমার।
ভুলিও না মহারাণা বংশের গরিমা,
কলঙ্ক-কালিমা—ঢালিও না শিশোদীয় কুলে।
মেবারের রাজ-কুল-বধূ—স্থান নহে তাঁর
চিতোরের অন্ধকার কারাগৃহ মাঝে, সামান্যা বন্দিনী সম।
ভগিনীর রাখ' অনুরোধ—
রোষ-বশে নাহি কর কলঙ্ক-অর্পণ,
পবিত্র শিশোদী কুলে।

কুম্ভ। দেখিতেছি, তোমারেও বশীভূতা করিয়াছে
কুহকিনী মায়ার প্রভাবে।
শোন' ভগ্নি, মায়াবিনী এই নারী।

লাল। হোক্ মায়াবিনী, তবু নারী—মেবারের রাজ-কুল-বধু।

কুম্ভ। বৃথা যুক্তি আর, বিচার হইয়া গেছে।
অন্ধকার কারাগার—যোগ্য দণ্ড দিয়াছি তাহায়—

লাল। দণ্ডধর দণ্ড শুধু দিতে পারে,
ক্ষমা কি সে করিবারে নারে?
ভুলিও না মহারাণা, মীরা ধর্ম্মপত্নী তব।
যার তরে একদিন চিতোরে গোবিন্দমূর্ত্তি করিতে স্থাপন,
মান' নাই কারো কোনো বাধা;
যার তৃপ্তিহেতু অনায়াসে লইলে বরিয়া
নিজ শিরে কলঙ্কের ভার;
অনুরোধ যার, একদিন আজ্ঞা বলি লইতে বরিয়া,
যে তোমার একদিন বড় প্রিয় ছিল,
যার ধ্যান, যার চিন্তা, সমস্ত হৃদয়খানি ভরিয়া থাকিত—
তার, তার প্রতি এই দণ্ড দিতে পার তুমি?

কুম্ভ। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, লাল,
সেই পুরাতন ক্ষতে আঘাত করো না আর।
স্নেহ, দয়া, ভালবাসা—স্বপ্নমাত্র এবে,
রাজা আমি, রাজার কর্ত্তব্য অবশ্য পালিতে হবে।

লাল। মহারাণা, করিও না আত্মপ্রবঞ্চনা।
ভালবাসি পাও নাই প্রতিদান—

তাই, রোষে জ্ঞানহারা তুমি !
জোর করি চাহ' উপাড়িতে আপন হৃদয়,
ভুলে যেতে চাও—স্নেহ, দয়া, মায়া—

কুম্ভ। মিথ্যা কথা !

লাল। মিথ্যা কথা তব, মহারাণা !
স্নেহতন্ত্রী তব বিদ্যমান আজো,
শুধু দরদীর পরশ-বিহনে র'য়েছে নীরব।

কুম্ভ। স্নেহতন্ত্রী ? স্নেহতন্ত্রী ?

লাল। হ্যাঁ—স্নেহতন্ত্রী, নীরব হয়েছে সত্য !
তবু দয়িতার স্মৃতির লহরগুলি,
আঘাতি আঘাতি তায় চলে যায় যবে দূর অতীতের পানে,
তখন কি কভু, বাজিয়া ওঠেনি তন্ত্রী আকুল ক্রন্দনে ?

কুম্ভ। বাজে—বাজে,—
এখনো স্নেহের তন্ত্রী বাজে এ হৃদয়ে, তীব্র বেদনায়।
পারিবনা, পারিবনা শাস্তি দিতে তারে।
ওরে, সমস্ত অন্তরখানি জুড়িয়া আমার,
এখনো, এখনো রয়েছে সে যে, তারে শাস্তি দিব আমি ?
মরমের আকুল আহ্বানে, কর্ত্তব্য গেল রে ভাসি—
রাজকার্য্য সাধিত হলনা ! শাস্তি দিব, শাস্তি দিব !
রাজা আজি রাজার বিরুদ্ধে হয়েছে বিদ্রোহী,
যোগ্য শাস্তি প্রাণদণ্ড তার।

(ছোরা লইয়া আত্মহত্যায় উদ্যত ও মীরা কর্ত্তৃক হস্ত ধারণ।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

—০—

স্থান—প্রাসাদ-অলিন্দ।

কাল—সন্ধ্যা।

(বৈতালিকের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

বন্দি দেশ-মৌলি-মুকুটরঞ্জন জন-হৃদয় নরনাথ হে।
আর্ত্ত-ত্রাণ, অনাথ-বন্ধু, কর' সকরুণ নয়ন-পাত হে॥
বন্দনা করে চন্দ্র-তপন উজ্জ্বল নভোমধ্যে,
শান্তিতে চির নরনারীগণ দিবা-বিভাবরী বক্ষে,
শঙ্কাহরণ নাম-গর্ব্ব বৈরীবর্গ ত্রস্ত সর্ব্ব সাথ হে॥

(বৈতালিকের প্রস্থান)

(কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। তিক্ত লাগে, তিক্ত লাগে সব। একি মায়া?
এতদিন করিয়া এসেছি শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা?
ফুরাইল সব! তবু স্মৃতি—তবু স্মৃতি...
আঃ, এ স্মৃতির করাল হতে, কেমনে উদ্ধার পাবো?
কিন্তু সে? আনন্দে কাটায় কাল গোবিন্দ-মন্দিরে—
মোর তরে এতটুকু স্থান নাহি হৃদে!
তবে—আমিই বা কেন? আঃ—ঐ প্রশ্ন বারবার!
আমি কেন—আমি কেন তার কথা—
কিন্তু, পারি না তো, কিছুতেই পারি না তো।
একি জ্বালা! হবে না ইহার শেষ?

আশ্চর্য্য ! কে জানে কি আছে সেই পাষাণ-বিগ্রহে !
জ্ঞানহারা চেয়ে রয় সে মুরতি পানে,
যেন নহে জীবিত জাগ্রত !
দূরে—বহুদূরে, চলে গেছে সে যে !
আশ্চয্য ! কেন সে পারে না
আমার হৃদয় দিয়া, বুঝিতে আমার ব্যথা ?
যাক্—যাক্—দূরে চলে যাক্—
যত পারে দূরে চলে যাক্—কি ক্ষতি আমার তায় ?
কথনো দেখিল না সে একবারও মোর প্রতি চেয়ে !
ফিরি আমি তবে পাছু পাছু তার,কেন ঘৃণ্য কুক্কুরের মত ?
অতি হেয় দুর্ব্বলতা বশে, না পারিনু দণ্ড দিতে তারে,
করিলাম হাস্যাস্পদ মোরে, সমস্ত চিতোর-চক্ষে—
আর কেন ? বৃথা বহা জীবনের ভার !

(লালবাঈয়ের প্রবেশ)

লাল। ভাই !

কুম্ভ। লাল ! কি করিলি—কি করিলি বোন,
কেন পুনঃ জেলে দিলি অশান্তির প্রদীপ্ত অনল ?
কেন তারে দণ্ড দিতে নিষেধ করিলি ?

লাল। মহারাণা ! দূর কর খেদ।
এমন করিয়া নিদ্রাহীন, শান্তিহীন, তীব্র যন্ত্রণায়—
কত আর কাটাইবে দিন ?

কুম্ভ। কেন নাহি পারিলাম শাস্তি দিতে তারে ?
সে তো কভু প্রকাশেনি হেন দুর্ব্বলতা ?

গুপ্ত তুষানল-প্রায় সেই জ্বালা—
জ্বলিতেছে অহর্নিশি এই বক্ষস্থলে,
এ শাস্তি—এ শাস্তি দানিতে সে তো
করিল না এতটুকু ত্রুটি ?

লাল। ভাই—চল অন্তঃপুরে—আগত যামিনী।

কুম্ভ। অন্তঃপুর ? অন্তঃপুর ?
হাঃ—হাঃ—অন্তঃপুর চিরতরে ত্যজিয়া এসেছি !
সেথা—কোথা ঠাঁই মোর ?

লাল। হে গোবিন্দ, শান্তি দাও অভাগা ভা'য়েরে মোর।

কুম্ভ। লাল—লাল—স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও,
ও নাম করো না উচ্চারণ আমার সম্মুখে।

লাল। কি কহিছ, রাণা ? মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছ—
কিন্তু, তার মাঝে রয়েছে যে মোহন মূরতি,
দেখেছ কি তার পানে চেয়ে ?
ভাল করি একবার দেখিতে যদ্যপি—
দেখিতে পাইতে—অনন্ত করুণা লয়ে জগতের পতি
দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা গোবিন্দ-বিগ্রহরূপে,
তাপিত তৃষিত প্রাণে, বরষিতে শান্তির অমিয়-ধারা।
চল ভাই—লভিবে পরম শান্তি,
শান্তির আকর সেই গোবিন্দ-প্রাসাদে।

কুম্ভ। উন্মাদিনী নারী—আমি যাব গোবিন্দ-মন্দিরে ?
জান না কি, কী সর্ব্বনাশ সাধিয়াছে বিগ্রহ আমার ?
সে বিগ্রহ দেখিবার তরে,

প্রলুব্ধ করিতে মোরে আসিয়াছ মীরা-সহচরী ?
যাও, যাও—চলে যাও হেথা হতে !
(আত্ম-সম্বরণ করিয়া)
না—না—স্নেহময়ী ভগ্নি মোর—
রোষ-বশে বলিয়াছি কটু—ক্ষমা কর মোরে ।
যাও ফিরে—গোবিন্দ-বিগ্রহ কেন ?
এ জগতে কারো আর নাহি প্রয়োজন ।
যাও ফিরে—একাকী রহিতে চাই ।

(ক্ষুণ্ণভাবে লালের প্রস্থান)

শান্তি পাব বিগ্রহ হেরিয়ে ?
গোবিন্দ-মন্দিরে যাব ? সেথা দেখা হবে ?
না—না—বিগ্রহ দেখিব ? সেথা দেখিতে পাইব ?
না—না—উঃ—কি করি ? আর যে পারি না—

[উন্মত্তভাবে প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—গোবিন্দ-মন্দির।

কাল—রাত্রি।

[মীরা, লালবাঈ, শেখর ও গোবিন্দসিংহ]

*গোবিন্দ। রাজপুত রজোগুণ-উপাসক চির,
উপাস্য তাহার—শক্তি আর শিব—
সে কেমনে অহিংস বৈষ্ণব-ধর্ম্ম করিবে পালন?
রাজধর্ম্ম অহিংসায় কেমনে সম্ভবে?

মীরা। আদর্শ রাজার ধর্ম্ম বৈষ্ণব কেবল।
অহিংসাই জগতের পরম সাধনা।
বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যিনি উপাস্য দেবতা,
ভগবান সেই কৃষ্ণ,
আছিলেন মথুরা ও দ্বারকার আদর্শ-নৃপতি।
অহিংস যাঁহার মন্ত্র—করেছেন তিনিই নিধন
ইন্দ্রত্রাস কংস, মধুমুরনরকপুতনা।
ন্যায়-যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য।
জ্ঞাতিহত্যা গুরুহত্যা আশঙ্কায় বিক্লব-অন্তর,
পার্থ যবে ত্যজিলেন ধনু—ন্যায়ের বিধান তরে,
ভগবান্ উত্তেজিলা অর্জ্জুনেরে কুরুক্ষেত্র-রণে।
দুর্দ্ধর্ষ যাদবকুল হ'ল যবে ঘোর অত্যাচারী,
নিজ বংশ করিলা নির্ব্বংশ আপনি শ্রীহরি।

শেখর। মাতা—মাতা—

মীরা। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, সৌর আদি,
যাহা বল—সে সকল মত্ মাত্র—ধৰ্ম্ম নহে তারা।
ধৰ্ম্ম—পূর্ণ, মত্—অংশ।
বৈষ্ণব—ধৰ্ম্মের শেষ, যার পরে নাই।
স্বল্প-বুদ্ধি মানবের তরে, এই সব মত্।

গোবিন্দ। শাক্ত শৈব মত্—সত্য নহে তবে?

মীরা। কভু নয়, কভু নয়—সত্যের অংশ যে ওরা, খণ্ড-সত্য সব।
তরুশীর্ষে যেতে হ'লে শাখার যেমন প্রয়োজন,
সিন্ধুর সন্ধান দেয় নদীগুলি যথা,
মনে পৌঁছে যথা ইন্দ্রিয় সহায়ে—
তেমনি এসব মত্—শাখা, নদী, ইন্দ্রিয় সমান,
বৈষ্ণবধৰ্ম্ম সে তরু, সিন্ধু, মন সম—বিরাট, বিশাল।

গোবিন্দ। শ্রেষ্ঠধৰ্ম্ম কেমনে বৈষ্ণবে কহ' তবে?

মীরা। শিব, শক্তি, ব্রহ্মা, বুদ্ধ যাঁরেই ভজ' না তুমি—
তাঁহারো ধ্যানের ধন, পরমপুরুষ কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ-তপস্যায় মগ্ন তিনি অনাদি অনন্তকাল।

গোবিন্দ। মাতা,—মাতা,—

মীরা। হিন্দুর এ দশ অবতার—মীন, কূৰ্ম্ম হ'তে কল্কি,
সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে সৃষ্টি-শেষাবধি, এই মহাবিবৰ্ত্তন-লীলা,
এ লীলার সৃষ্টি-স্থিতি-শক্তিরূপে, যিনি অবতার—
তিনিও তাঁহারি অংশ—পূর্ণ কেউ ন'ন—
পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই পঞ্চ অনুরাগে—
যাহে ইচ্ছা—শ্রীকৃষ্ণেই ভজন সম্ভব—অন্য কা'রে নয়।
সখারূপে, পতিরূপে, কৃষ্ণই দেছেন ধরা মানবের করে।
এমন সুলভ কৃষ্ণ—তাঁরে ভজিব না ?

গোবিন্দ। আশীর্ব্বাদ কর, মাত—রয় যেন কৃষ্ণপদে মতি ।

মীরা। রাজা পরীক্ষিৎ কৃষ্ণকথা শুনি, ব্যাস কৃষ্ণকথা লিখি,
প্রহ্লাদ শ্রীকৃষ্ণে স্মরি, লক্ষ্মী শুধু পদ-সেবা করি,
রাজা পৃথু পূজা করি, অক্রুর বন্দনা করি,
হনুমান দাস্য করি, অর্জ্জুন বন্ধুত্বে, বলি দান করি—
কৃষ্ণের সেবায় হইয়াছে অধিকারী—
আর কত কব ? তুমি আমি তবে কেন ব্যর্থ হব ?*

লাল। ভগ্নি ! হরিভক্তি অতুলনা তব—
জ্ঞানহীনা নারী আমি, কহ মোরে দয়া করি—
কিসে পাব নারায়ণে তোমার মতন—

মীরার গীত

নিতী নাহনেসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বাঁদরাই॥
তিরণ ভখণেসে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুৎ রহে হায় খোজা॥
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা॥

(ধ্যানমগ্ন হওন)

গোবিন্দ। ধ্যান-সমাহিতা মাতা, নাহি কর ধ্যানভঙ্গ তাঁর—
মনে মনে কর সবে নাম উচ্চারণ।

(মামুদের প্রবেশ)

মামুদ। মাতা, মাতা,—

শেখর। ধ্যানস্থা জননী—নাহি কর যোগভঙ্গ তাঁর,
দয়া করি কিছুক্ষণ রহ অপেক্ষায়।

মামুদ। এই মাত্র আসিয়াছি মালব হইতে,
সাধ মনে, মাতার চরণ সেবি,
যাব তবে ভেটিতে রাণায়—করিলাম মায়েরে প্রণাম,
[প্রণাম করণ ও মীরার পার্শ্বে মুক্তা-মালা রক্ষা]
কালি প্রাতে লব আশীর্ব্বাদ।
হে কবি! কহিও মায়ে, অকৃতী এ সন্তান তাঁহার
রাখিয়া গিয়াছে এই ক্ষুদ্র মুক্তাহার,
তাঁর ইষ্টদেব লাগি। (প্রণাম ও প্রস্থান)

(নেপথ্যে—জয় মহারাণা কুম্ভের জয়)

গোবিন্দ। চল কবি, যাই অন্তরালে—আসিছেন মহারাণা হেথা।
রাজকন্যা, এস মোর সাথে—

(মীরা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। কেন আসিলাম হেথা? কি জানি—বুঝিতে নারি।
কে যেন অন্তরে মোর—কহে উচ্চৈস্বরে কত কি যে বাণী,
বুঝিতে না পারি!
এ বড় অদ্ভুত! অই! অই! ধ্যান-সমাহিতা মূর্ত্তি—

নিশ্চল নীরব মীরা, প্রসন্ন কেমন ?
অই মুখ, অই রূপ টানি কি আনিল মোরে ?
কিম্বা—কিম্বা—এ মন্দির ? বিগ্রহ ? (উচ্চহাস্য)
মস্তিষ্ক হয়েছে তপ্ত, নিদ্রা নাহি তায়—
বিকট কল্পনাগুলি, বল্গামুক্ত অশ্বসম করে ছুটাছুটি !
কি ওখানে ? অত্যুজ্জল তারকার মত, কি ?
(মুক্তামালাটি উঠাইলেন)
একি, এ যে বহুমূল্য মুক্তাহার। কোথা থেকে এল ?
তবে কি ? তবে কি ? না, না, নিশ্চয় তাহাই।
বুঝিয়াছি, এরি আকর্ষণে মীরা রহে
গোবিন্দ-মন্দিরে পড়ি সারাটি রজনী। মীরা—মীরা—

মীরা। প্রভু, দেবতা আমার, এত রাত্রে এ মন্দিরে ? (প্রণাম)

কুম্ভ। অপ্রত্যাশিত এ আগমন মোর, না ?
কোথা পেলে এই মুক্তা-হার ?

মীরা। মুক্তাহার ? আমি তো জানি না, প্রভু !

কুম্ভ। এখনো ছলনা ?
সমস্ত জীবন ধরি, চা'স মোরে ছলে ভুলাইতে ?
বল্ শীঘ্র—কে প্রণয়ী তোর ?
মুক্তাহার কে দিয়াছে তোরে ?

মীরা। সত্য কহিতেছি রাণা,
নাহি জানি কোথা হতে এল মুক্তাহার !

কুম্ভ। প্রবঞ্চনা আর চলিবেনা !
দেহপণে মুক্তামালা করিস্ অর্জ্জন—

রাজার ঐশ্বর্য্য তাই মনে নাহি লাগে—

মীরা। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) ছি, ছি, নাথ, পাপ-কথা
পবিত্র-মন্দিরে নাহি কর উচ্চারণ।

কুম্ভ। পাপকার্য্যে নাহি কোনো বাধা,
যত দোষ পাপ-কথা উচ্চারণে শুধু। পাপীয়সি !
করিয়াছি বহু ক্ষমা, সহিয়াছি অনেক যন্ত্রণা,
আজি তার দিব পূর্ণাহুতি, উত্তপ্ত শোণিতে তব।
(মীরার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

মীরা। নারায়ণ, নারায়ণ, রক্ষা কর স্বামীরে আমার,
নারীহত্যা মহাপাপ হ'তে—

কুম্ভ। নাহি পাপ তোমারে বধিলে, দুশ্চারিণি—
(ছুরিকা-উত্তোলন)
একি ! একি ! বিকৃত কি মস্তিষ্ক আমার ?
মীরাময় হেরি চারিধার !
কারে বধি ?—এই ? এই ? না, না, এ তো নয়।
এ কি দৃষ্টিভ্রম? এ কি মায়াজাল? কিম্বা পৈশাচিক লীলা ?
মায়াবলে মৃত্যুদণ্ড এড়াবি পিশাচী ?

মীরা। প্রভু, মোর লাগি ভুঞ্জিয়াছ, ভুঞ্জিতেছ অশেষ যন্ত্রণা—
দাও অনুমতি, চলে যাই চিরতরে তোমার সম্মুখ হ'তে।
চির শান্তি পাও তুমি—অভাগিনী আমি,
মোর লাগি বৃথা কেন দুঃখ পাও, স্বামী ?

কুম্ভ। (উন্মত্তভাবে) তাই—তাই—
এই দণ্ডে—এই দণ্ডে—চলে যা' চিতোর ছাড়ি—

মীরা। দয়াময়—অকূল কাণ্ডারি !
নিরাশ্রয়ে দাও পদাশ্রয়, ভাসিলাম অকূল সাগরে—
(বিগ্রহকে ও কুম্ভকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

(লালবাঈ, গোবিন্দসিংহ ও শেখরের পুনঃপ্রবেশ)

কুম্ভ। (লালবাঈকে দেখিয়া) আবার ?
আবার ফিরিয়া এলি জ্বালাতে আমায় ?

লাল। (রাণার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া)
এ কি দাদা, কি হয়েছে ? কি কহিছ মোরে ?

কুম্ভ। (চমকিত ভাবে) কে ? কে ? কে ? নো'স্ মীরা ?
লাল ! এ সময়ে তুমি হেথা—

লাল। ছিনু মোরা মন্দিরেতে রাণা,
এতক্ষণ কৃষ্ণ-কথা আলোচনা লয়ে।
তব আগমনে গিয়াছিনু ক্ষণিক আড়ালে।
একা কেন তুমি ? মীরা কোথা ? মীরা কোথা ?

কুম্ভ। হাতে হাতে পড়েছে সে ধরা আজ—
এই তার পাপ-নিদর্শন।
(পতিত মুক্তাহারটি দেখাইলেন)

লাল। (মুক্তাহার কুড়াইয়া) সে কি, মহারাণা ?

কুম্ভ। প্রণয়ীর বহুমূল্য উপহার তা'র—
যার তরে সর্ব্বস্ব তেয়াগি, রহিত সে মন্দিরে পড়িয়া।

লাল। ছি-ছি দাদা, ও কথা না কর উচ্চারণ,
এই মুক্তাহার উপহার মালব-রাজার।
মীরা যবে ছিল সমাহিতা, আমাদেরি হাতে,

সমর্পি এ হার—গিয়াছেন তিনি ভেটিতে তোমায়।

কুম্ভ। সে কি?

লাল। কি মহাভ্রমে পতিত হয়েছ, ভাই! কোথা মীরা?

(কুম্ভ নিরুত্তর)

লাল। মহারাণা! কোথা মীরা?

কুম্ভ। অনির্দ্দিষ্ট মরণের পথে,
তাড়ায়ে দিয়াছি তারে জনমের মত।

শেখর। রাণা, বড় দুঃখ হয় তব তরে!
অমৃত-সিন্ধুর কূলে থাকি এতদিন,
একদিনও পাইলে না অমৃতের স্বাদ
বৃথা মোহে, ঐশ্বর্য্যে, মাৎসর্য্যে, দম্ভে,
অন্ধ তুমি, বার বার ঠেলিলে চরণে—
ইহপরত্রের একমাত্র মঙ্গল কলস।
তোমারে কি দিব দোষ? অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি—
অভিশপ্ত তুমি।

গোবিন্দ। কবি, গিয়াছেন চলি মাতা—
আর কেন? চল, মোরা যাই পিছু পিছু—
সন্তান কেমনে রহে মাতারে ছাড়িয়া?

(শেখর ও গোবিন্দসিংহের প্রস্থান)

লাল। লক্ষ্মীহীনা হ'ল এতদিনে চিতোর নগরী।

(চক্ষে অঞ্চল দিয়া লালের প্রস্থান)

[কুম্ভ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, পরে দৌড়াইয়া গিয়া বিগ্রহের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।]

চতুর্থ দৃশ্য

—•—

স্থান—বৃন্দাবনের পথ ।

কাল—সায়াহ্ন ।

(ব্রজবাসিনীগণ)

১মা। ওলো, দেখেচিস্ মাগীটা ক'দিন ধ'রে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে বৃন্দাবনের মাটি চ'ষে বেড়াচ্চে—

২য়া। দেখেচি, দেখেচি—ও একটা পাগ্‌লী !

৩য়া। যাকে দেখ্‌চে তাকেই বল্‌চে, "কৃষ্ণচন্দ্রে দাও দেখাইয়া"—

৪র্থা। ঠিক বলেচিস্ ভাই, ঠিক বলেচিস্,—মাগীকে কিন্তু সত্যি পাগল ব'লেও মনে হয় না।

১মা। ওলো, এখানে অমন অনেক পাগলই আসে, কৃষ্ণচন্দ্রও পেয়ে যায়। ওরও একটা জুটবে, জুটবে—বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্রের অভাব কি ?

২য়া। যা বলেছিস্ ভাই, মাগী যেন রূপের ডালি—

৩য়া। আর বয়েসও ত' তেমন-কিছু বেশী হয়নি—

৪র্থা। আমাদের মিন্‌সে সেদিন বল্‌ছিল্ যে, ও-মাগী বড় যে-সে লোক নয়—কোথাকার যেন রাণী—

১মা। তাই নাকি ?

২য়া। আ-মরণ, রাণীর পোড়া-কপাল আর কি !

৩য়া। আর সে রাজাই বা কেমন, বোন? অমন সোমত্ত মাগকে—

৪র্থা। শুনলাম, একদিন নাকি, ঐ মাগী কেষ্ট কেষ্ট করতে করতে—যমুনার জলেই ঝাঁপ দিয়েছিল—

১মা। আ-মরণ, ঢং কত—

২য়া। সব-তাতেই এর যে বড় আদিক্যেতা, ভাই!

৩য়া। ওঁর ছেলেপুলে কটি ভাই?

৪র্থা। ছেলেপুলে বুঝি নেই, কে জানে? শুনিস নি, একদিন ও গোবিন্দ-মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়েছিল?

সকলে। কি রকম, কি রকম?

৪র্থা। রাত্রে দোর বন্ধ হবার পর, ও বুঝি ঠাকুর-দর্শন করতে গিয়েছিল, পূজারী দুয়োর খুলে দেয় নি। পরদিন ঠাকুর-ঘর খুলতেই দেখে যে, ও মাগী ঘরে ঢুকে ব'সে আছে, দুয়োর যেমন বাইরে চ'তে বন্ধ, তেমনি বন্ধই ছিল।

সকলে। বটে, বটে, এতো বড় আশ্চয্যি ভাই!

২য়া। কাজ নেই ভাই তবে আকথা কুকথা বলে, কে জানে? —কে কি ভাবে আসে—

৩য়া। হ্যা ভাই, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি—কাজ নেই ও সব কথায়; চল্ চল্ বাড়ী চ'লে যাই।

১মা। ওঃ—ভারি তো!

৪র্থা। না-না, অমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যি করিস্ নি ভাই, চ'লে আয়—চ'লে আয়—

(মীরার গান করিতে করিতে প্রবেশ)

মেরে গিরিধর গোপাল দুসরা না কোই।
যাকে শির মৌর মুকুট খের পড়ি যোই ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল সোই।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা না কোই ॥
ছাড় দই কুলকী কাম কেয়া করেগা কোই।
সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোকলাজ খোই ॥
অব্ তো বাত ফইল গই, জানে সব কোই।
আঁসুয়ান্ জল সিঁচ সিচ, প্রেম বেলি বোই—
মীরা প্রভু লগন লগি, হোনি হো সো হোই ॥

মীরা। এই, এই, বৃন্দাবন? এই ব্রজধাম?
মাধবের শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি?
এই সে যমুনা, কালোজলে ভুবন করেছে আলো!
আকাশে মেঘের কালো, নীচে কালো যমুনার জল;
তার মাঝে সে কালো-মাণিক ভুবন-মোহন কৃষ্ণ,
ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠামে দাঁড়াইয়া মুরলী অধরে
ডাকিছেন মোরে—ঐ "আয় আয়"!
ডাকিছে কালিন্দী—ঐ "আয় আয়"
করে দিবে সুশীতল, কালো জলে মোরে।
যাই যাই, প্রভু—দাঁড়াও ক্ষণেক।

(ভূমিতে পতন)

(রূপ গোস্বামীর প্রবেশ)

রূপ। ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেভি পত্তিহারিণী
প্রেক্ষয়াতি পাপিনোপি পাপসিন্ধু-তারিণী।
নীর-মাধুরীভি রপ্যশেষ-চিত্ত-বন্দিনী
মাং পুণাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥

হারি বারি ধারয়াভি মণ্ডিতোরু-খাণ্ডবা
পুণ্ডরীক মণ্ডলোগু দণ্ডজালি-তাণ্ডবা।
স্নানকাম পামরোগ্র পাপসম্পদর্দ্ধিনী
মাং পুণাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥

(হঠাৎ মীরার দেহে পাদস্পর্শ হইল)

শ্রীহরি, শ্রীহরি, একি ? এ যে শব --
মরি মরি, কোন্ ভাগ্যবান্ শরে—
আছ পড়ি বৃন্দাবন-রজে ?
একি ! এ তো মৃত নয়, জীবিত—চেতনাহীন !
নহে নর, নারী কোনো।
দয়াময় দর্পহারী শ্রীরাধা-বল্লভ,
দর্প-চূর্ণ করিলে রূপের আজি !
ভাল, জীবিতা যখন শুশ্রূষার প্রয়োজন এর।

[রূপ মীরাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন]

মীরা। (চক্ষু বুঁজিয়া সমাহিতভাবে) এসেছ ? এসেছ প্রভু ?
ধর হাত, বড় অন্ধকার—এখনো রয়েছে রাত্রি,
যেও না, যেও না—নাথ, দাঁড়াও ক্ষণেক,
চরণ-কমল বাকী রঞ্জিতে চুম্বনে ;

কত কোটী জনমের সুসঞ্চিত তপ্ত অশ্রুজল
রেখেছি ধোয়াব' বলে চরণ-কমল।

রূপ। (বিস্মিত হইয়া) একি ? এ তো নয় সামান্যা মানবী '
মনে হয়, কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্তা, বৈষ্ণবী জনেক—

মীরা। চুপ, চুপ, ক'য়োনাক' কোনো কথা কেউ !
সখি, সখি, তোরা চুপ করে থাক্, অনুরোধ রাখ।
এ রাত্রি অনন্ত হোক, হোক এ আঁধার অনন্ত নিবিড়,
পেয়েছি রে কৃষ্ণচন্দ্রে ছাড়িব না আর—
মৃত্যুহীন চলিবে এ বন্দনা আমার !

রূপ। মাতা, মাতা, কর ক্ষমা দাসে—
নিজের মূঢ়তা বশে করেছি গো দশা-ভঙ্গ তব।

মীরা। [চমকিত হইয়া উঠিয়া]
কে তুমি ? কেবা কথা কয় ? এ কোথায় আমি ?

রূপ। (সবিনয়ে) মা, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে।

মীরা। অন্ধকারে নারি গো চিনিতে,তবে,শুনি তব কথা, মহাশয়,
মনে হয়—তুমি যেন মোর কতই আত্মীয় !
হে মহাপুরুষ, কৃপা করি দেহ' পরিচয়।

রূপ। আমি নরাধম, মাতা—
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এক, নাম মোর শ্রীরূপ গোস্বামী।

মীরা। (সানন্দ-বিস্ময়ে) শ্রীরূপ গোস্বামী ?
এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম, পাইয়াছি গুরুরে আমার।

(প্রস্থান)

' পিতা, পিতা, দাও মারে;কৃষ্ণচন্দ্রপুরে যেতে,পথ দেখাইয়া।

রূপ। (চক্ষু মুদিয়া) মাতা, ক্ষমা কর এ দীন সন্তানে,
মূর্খ আমি, পাপী আমি,
অতীব চঞ্চল-মতি, নিতান্ত কাঙ্গাল।

মীরা। শুনিব না কোনো কথা—ছাড়িব না পথ।

শ্রীরূপ। কৃষ্ণধনে আমিও কাঙ্গাল যে মা,
আমিও যে ফিরিতেছি সতত সন্ধানে তাঁরি!
নিজেই জানি না আমি, তোমারে কি দিব মা সন্ধান—
যেতে দাও মোরে।

মীরা। মুখ কেন ফিরাইছ, পিতা?

রূপ। মানব দুর্ব্বল-চিত্ত, কামিনী-কাঞ্চন-মুখ
যত না দেখিব, ততই মঙ্গল!
নারী মহা অন্তরায়, পুরুষের সাধন-ভজনে—
যেতে দাও মোরে।

মীরা। রমণীরে ঘৃণা কর পিতা? তুমি জিতেন্দ্রিয়, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ!

রূপ। মানুষে করিব ঘৃণা? নাহি হেন অহঙ্কার মোর!
তবে, নারীসঙ্গ ভয় বাসি, মানুষ দুর্ব্বল বলি'।

মীরা। ক্ষমা কর পিতা, ভেবেছিনু—
তুমি সুপণ্ডিত, ভাগবত বৈষ্ণব প্রবীণ,
দেশে দেশে এত যার খ্যাতি—
তাই নিয়েছিনু তোমার শরণ;
কিন্তু, বড় দুঃখ উপজিল চিতে, এত বড় ত্যাগী—
তিনিও মোহের দাস, নারীরে করেন ঘৃণা?
জন্মেনি আজিও তাঁ'র কৃষ্ণভক্তি, সেবা-অধিকার!

রূপ। (সবিনয়ে মীরার মুখের পানে চাহিয়া)
মাতা, মাতা, ক্ষমা কর—এ মূর্খ সন্তানে,
বলে' দাও কিসে হব সেবা-অধিকারী—

মীরা। ক্ষমা কর প্রগল্‌ভা কন্যারে তব—
কুশাগ্রধী পণ্ডিত বৈষ্ণব, তব সম জন—
এখনো যে ভাবে নিজে "পুরুষ" বলিয়া—এ বড় বিস্ময়।
এ জগতে কে পুরুষ? পুরুষ তো পরমপুরুষ
একমাত্র জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণেই জানি,
নাহি জানি দ্বিতীয় পুরুষ কেবা।

রূপ। (জানু পাতিয়া)
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
মা, মা, জ্ঞানচক্ষু খুলেছে আমার, দয়া কর অধম সন্তানে—
আজি হ'তে ইষ্টগুরু তুমি মোর। (প্রণাম)

মীরা। (শশব্যস্তে রূপকে উঠাইয়া প্রণামান্তরে)
পিতা, পিতা, ইষ্টদেব, গুরু,
কন্যারে তোমার কেন ডুবাইছ পাপে?
বহুদিন হ'তে, মনে মনে বরিয়াছি আমি
গুরুপদে তোমা। তুমি ইষ্টদেব মোর,
অযোগ্যা এ শিষ্যা তব।
অভাগিনী কন্যা তব মীরা, বড় পুণ্যবতী আজি,
পাইয়াছে গুরু দরশন। [প্রণাম]

রূপ। মীরা! মীরাবাঈ! ধন্য আজি আমি
পাইয়াছি শ্রীরাধার চরণ-দর্শন।

মীরা। পিতা! বলে' দাও মোরে,
কি করিলে কৃষ্ণচন্দ্রে পাব—
কৃষ্ণ বিনা পাইতেছি বড়ই যন্ত্রণা!
কোথা যাব? কিসে পাব?
কোথা পাব প্রাণের মাধবে?

রূপ। মাতা, হ'য়ো না অধীর—
জীবন্ত বিগ্রহ তব আছে দ্বারকায়—
যাও সেথা, মনস্কাম পূরিবে সেথায়।

মীরা। দ্বারকা! দ্বারকা—সেখানেই যাব, সেখানেই যাব—

(ভাবাবেশে প্রস্থান)

রূপ। বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্য, রাজস্থানে মীরা—
উঠিয়াছে সূর্য্য-চন্দ্র ভারত-আকাশে!
বৈষ্ণবের জয়—জয় নারায়ণ, ভগবান্ কৃষ্ণ বাসুদেব।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

—০—

স্থান—রাণার শয়ন-কক্ষ।

কাল—রাত্রি।

(কুম্ভ ও লালবাঈ)

[কুম্ভের মাথার কাছে সিংহাসনে গোবিন্দ-বিগ্রহ]

লাল। দাদা, আর কতদিন না ঘুমিয়ে থাকবে ?

কুম্ভ। কতদিন ঘুমোইনি, বোন্ ?

লাল। এক পক্ষ হ'তে চললো দাদা, তুমি একটিবারও শোওনি। তুমি মহারাণা, তুমি এমন অশান্ত হলে, লোকে কি বলবে ?

কুম্ভ। আমি মহারাণা, একথা স্বীকার কর, লাল ?

লাল। এ কি অদ্ভুত প্রশ্ন, দাদা ?

কুম্ভ। যদি কোনো প্রজা বিনাদোষে কুলটা-অপবাদে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তবে তার কি শাস্তি, লাল ?

লাল। একটু স্থির হও, দাদা। দর্পণে একবার নিজের মূর্ত্তিটি দেখ' দেখি ভাই—কি ভীষণ হয়েচে! প্রজারা বলচে, মহারাণা উন্মাদ হয়েচেন।

কুম্ভ। ভুল করেচে তারা, লাল। মহারাণা কুম্ভ উন্মাদ হয় নি, বরং এক উন্মাদই এতদিন চিতোরের রাজ-সিংহাসনে বসেছিল।

লাল। তুমি মন্দির থেকে বিগ্রহ তুলে এনে—দিন নেই রাত নেই, কেন ঐ বিগ্রহ-বহন করে' বেড়াচ্চো দাদা? দোহাই দাদা, তুমি যদি পত্নী-শোকে এমন অধীর হও, তাহ'লে যারা সকল বিষয়ে আদর্শের জন্যে তোমার দিকে চায়, তারা কি কর্ব্বে?

কুম্ভ। যা করে করুক, শুধু ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি, যেন তাদের কাকেও আমার মত মহাপাতক আর করতে না হয়; আর বিগ্রহ? তুই তো জানিস বোন, তার সমস্ত বেদনা, সমস্ত অভিমান, সে যে ঐ বিগ্রহের মধ্যেই সঞ্চিত রেখে গিয়েচে। ওঃ—কী করেচি, কী করেচি? বিনাদোষে তার কী অপমান, কী অবিচার করেচি! আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

লাল। দাদা, বৃথা কেন অনুতাপে দগ্ধ হও, বিধিলিপি ত খণ্ডাবার নয়।

কুম্ভ। বিধি লিপি! বিধি লিপি।

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

লাল। অনেক রাত হ'ল, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, ভাই।

কুম্ভ। ওরে, চেষ্টা কি করি নি? নিদ্রা যে আসে না। যদি বা তন্দ্রা আসে, অমনি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। সেই এক স্বপ্ন—মীরা যেন পাশে এসে দাঁড়ায়, অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দুটি, অনন্ত করুণা ভরা, আর দু' হাত বাড়িয়ে বলে—দাও, দাও, আমার গোবিন্দকে দাও। কি করি বোন, আমি কেমন করে' তাকে তার গোবিন্দ-মূর্ত্তি ফিরিয়ে দিই? আমি যে তার জন্যেই এই বিগ্রহ

নিয়ে বসে আছি ! কোথায় তার দেখা পাব ? কেমন করে' তার গোবিন্দ তাকে ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই ?

লাল। দাদা, তোমার পায়ে ধরি একটু ঘুমোওগে, রাত্রির পর রাত্রি জাগরণে আর ক'দিন দেহ থাকবে ? এমন করলে আর ক'দিন বাঁচবে ?

কুম্ভ। (হাস্য) ক'দিন বাঁচবো, লাল ? আরও বাঁচতে হবে ? আর কি বাঁচা উচিত ? এখন এই দেহ-পাত হলেই বাঁচি। তুমি যাও বোন্ ঘুমোওগে, আমি নিজের পাপে দগ্ধ হচ্ছি, তুমি কি করবে, বল ? শরীর অবসন্ন ! যাও বোন্, দেখি যদি একটু ঘুমুতে পারি— (শয়ন)

লাল। নিদ্রাদেবি ! আমার অভাগা ভাইয়ের চোখে সুপ্তি দাও।

[প্রস্থান]

কুম্ভ। এতদিন, এতদিন পরে—কোথা ছিল পুঞ্জীভূত এত নিদ্রা
অনলস নয়নে আমার ?
মৃদু ঝিল্লিরবে শুনি, দূরাগত পদধ্বনি তার—
আসে ছন্দে ছন্দে,দূর হ'তে ক্রমশঃ নিকটে
ছায়া-পক্ষ করিয়া বিস্তার।
আর সেই শ্যাম-অন্ধকারে, ভেসে উঠে কার মূরতি মধুর ?
মীরা ! মীরা ! কি স্নিগ্ধ উদার দৃষ্টি !
এত ক্ষমা, এত প্রেম,
এত অফুরন্ত করুণার ধারা বরিষণ ?
মীরা ! মীরা ! কোথা তুমি ? (নিদ্রা)

(নেপথ্যে মৃদু সঙ্গীত)

(শূন্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তিরোধান)

নেপথ্যে গীত

বাঁশী বলে—জাগো জাগো ঘুমায়োনা আর।
ঐ হের সুধাসিন্ধু সমুখে তোমার॥
প্রভাত হয়েছে রাত্রি, উঠ হে দূরের যাত্রী,
মোহের কাজল মোছ,' ত্যজ অহঙ্কার।
সাথী যে তোমার একা, মন্দিরে তাহার॥

কুম্ভ। (স্বপ্নভঙ্গে) দ্বারকা—দ্বারকা! (উঠিয়া)
কে যেন কহিল মোরে স্পষ্ট পরিষ্কার! এ কি স্বপ্ন?
না, না, এখনো যে তার কণ্ঠস্বর শুনিতেছি কাণে—
দ্বারকা, দ্বারকা—যাব, দ্বারকায় যাব—
সেথা দেখা পাব প্রাণের মীরার মোর,
প্রাণের বিগ্রহ তার সঁপিব তাহারে সেথা।

(বিগ্রহ লইয়া দৌড়িয়া প্রস্থান)

—০—

ষষ্ঠ দৃশ্য

—০—

স্থান—দ্বারকার পথ।

কাল—সন্ধ্যা।

১ম। মীরাবাঈ! মীরাবাঈ! চিতোরের মহারাণী মীরাবাঈ আজ দ্বারকায় আসচেন।

২য়। দূর, কে বল্লে মীরাবাঈ—তোর আক্কেলকে বলিহারি

যাই। চিতোরের মহারাণী মীরাবাঈ আসবেন, তা'হলে কি কোন রকম উৎসব আয়োজন হ'ত না? তিনি হলেন—অত বড় রাজ্যের, অত বড় রাণী—তিনি না বলে' কয়ে' এসে পড়বেন—এও কি সম্ভব? তোর চিরকালটা কি একভাবেই গেল? কেবল সিদ্ধি খাবি আর বুঁদ হয়ে পড়ে থাকবি? তুই রাজা রাজড়ার খবর রাখ্‌তে ভরসা করিস কি করে রে, বাঁদর?

১ম। আচ্ছা-বিশ্বাস না হয় না-ই কল্লি। তবে রণছোড়্‌জীর মন্দিরের সামনে অমন যে হৈ হৈ পড়ে গেছে, সে কি জন্যে রে পাজী?

৩য়। তা অত করে যখন বলচে ভাই, তখন কথাটা সত্যি হলেও হতে পারে তো—

২য়। তা'হলে কি বলতে চাও—যে যা বলবে, তাই বিশ্বাস করতে হবে? তা' হলে আমিও একটা কথা বলি—তুমি বিশ্বাস কর না কেন? এই ধর, আমি যদি বলি, পরশু সন্ধ্যেবেলা সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়ে বসে বসে ভাবচি—এমন সময় দেখি যে দ্বারকার রাজ-কুমারী একখানি ময়ূরপঙ্খীতে চড়ে, ফুরফুরে হাওয়ায় নৌকা-বিহারে বেরিয়েচেন। হঠাৎ খুব ঝড় উঠ্‌ল। নৌকা ডুবল—আমিও তাই দেখে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। নিজের প্রাণ-সংশয় করে' কুমারীকে উদ্ধার করে ডাঙ্গায় তুললুম। তারপর, রাজকুমারী আমার এই রমণীমোহন চেহারাটি না দেখে, ভয়ঙ্কর প্রণয়ে পড়লেন। এমন প্রণয় যে, রাজকন্যা গিয়ে তার বাপ মাকে বল্‌লে যে, আমায় বিয়ে না কর্‌তে

পেলে, সে জলেই ডুব্‌বে, নয় বিষ খেয়েই মরবে ! কি করেন রাজা আর রাণী—আদুরে মেয়ের আবদার, আমার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে তো দিলেনই—উপরন্তু অর্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্ত যৌতুক না দিয়ে, তাঁরা কোনো মতেই ছাড়লেন না।

৩য়। ধর,—তোমারও কথা বিশ্বাস করলুম, কিন্তু আমি যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি—তুমি তোমার ঐ অর্দ্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যাকে ছেড়ে, আমাদের এখানে কেন ? তখন কি বলবে ?

২য়। হাঃ হাঃ, এই কথা ? সেটা কি জানিস ভাই—এত কথা যখন গ'ড়ে বলতে পারলুম, তখন আর শেষটা বলতে পারব না ? বোকা বলে কি একটুও বুদ্ধি নেই ?

১ম। তবে আর ভূমিকা কেন—বলে ফেলো।

২য়। ব্যস্ত কেন ? বল্‌চি, বল্‌চি। এই ধর—যদি বলি, তোরা হলি সব আমার আপনার লোক—চেনা লোক—বন্ধু লোক, বহুদিন থেকে এক সঙ্গে গাঁজা আস্‌টা খাই, তোদের জন্য হঠাৎ মনটা কেমন করে' উঠ্‌ল। ঐ যে, যেমন শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গিয়ে বৃন্দাবনের রাখাল বালকদের জন্য মন কেমন করেছিল, ঠিক তেম্‌নি ! আমিও অম্‌নি রাজবেশ, রাজকন্যা ছেড়ে ছুড়ে তোদের মত আমার রাখাল সখাদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে ছুটে চলে' এলুম।

৩য়। আরে—বাঃ বাঃ, তা দেখ্‌ ভাই—তুই তো বেশ ভাল ভাল গল্প বলতে পারিস, তা তোকে কাল আমার বাড়ীতে ডেকে আরও ওই রকম গল্প শুনব।

২য়। বাঃ, তুমি বেশ লোক ত? ওর কথাটা সত্যি বলে বিশ্বাস কল্লে, আর আমার কথাটা গল্প হল? তা হলে, আমিও বলি—কাল ভাই, আমি তোর নেমন্তন্ন রাখতে পারলুম না, কারণ কাল আমায় রাজকার্য্যে বসতে হবে—নইলে রাজকুমারী রাগ করবে।

৩য়। আচ্ছা, ঐ যে কে একজন বৈষ্ণব আসচে না? ওঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেই সব জানা যাবে?

(জনৈক বৈষ্ণবের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

নেহি ঐসা জনম বারম্বার—
ক্যা জানু কুছু পুণ্য প্রকটে মানুষা অবতার ॥
বড়ত পল পল, ঘটত ছিন্ ছিন্
চলত না লাগে ওআর—
বিরছকে যো পাত টুটে, লাগে নাহি পুনি ডার ॥
ভৌসাগর অতি জোর কহিয়ে বিষয় ওখিধার
সুরতকা নর বাঁধে বেড়া, বেগি উৎরে পার ॥
সাধু সন্তা তে মহন্তা, চলত করত ফুকার—
দাস মীরা লাল গিরিধর, জীউনা দিনচার ॥

১ম। কোথাও যাচ্ছ হে বোষ্টম ঠাকুর?

বৈষ্ণব। রণ্ছোড়্জীর মন্দির বাবা?

৩য়। কেন?

বৈষ্ণব। কেন, তোমরা কি জাননা? আজ রণ্ছোড়্জীর মন্দিরে চিতোরের মহারাণী মীরাবাঈ, মর্ত্ত্যে বৈকুণ্ঠের শ্রীরাধা, হরিভক্তি প্রচারের জন্য দ্বারকায় আসচেন। চল, চল, দেখবে চল, দেখে জীবন সার্থক করবে চল।

১ম। দেখলে—আমার কথা মিলিয়ে পেলে?

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

—০—

স্থান—দ্বারকার রণ্‌ছোড়্‌জীর মন্দির।

কাল—সন্ধ্যা।

১ম। এই গোলমাল কচ্চিস্‌ কেন? একটু স্থির হয়ে দাঁড়া না?

২য়। মীরাবাঈ এখনো আসচেন না কেন?

১ম। প্রধান পুরোহিত তাঁকে আনতে গিয়েচেন, এলেন বলে।

[নেপথ্যে—জয় রণ্‌ছোড়জীকি জয়! জয় মীরাবাঈ কি জয়!!]

২য়। ঐ আস্‌চেন—ঐ আস্‌চেন।

[পুরোহিতের সহিত মীরার গান করিতে করিতে প্রবেশ পশ্চাতে শেখর গোবিন্দসিংহ ও লালবাঈয়ের প্রবেশ]

মীরার গীত

রাধে কৃষ্ণ বোল্‌, বদনে রাধে কৃষ্ণ বোল্—
তেরা কেয়া লাগে না মোল ॥
(এ) হাত পাঁও নেহি হিল্‌তে
দশ বিশ কোশ নেহি চল্‌তে
গিরহস্থকী গাঁট নেহি খুল্‌তে—
তু মনকী ঘুণ্ডী খোল।

পুর। এস মা, আজ আমাদের জীবন সার্থক হল। তোমাকে বিগ্রহ দেখিয়ে আজ আমরা ধন্য হব।

[মন্দিরের দ্বার খুলিতে অগ্রসর হওন

১ম না। এই মীরাবাঈ? আমি ভেবেছিলুম চিতোরের মহারাণী—তার কত বেশভূষা হবে, কত দাসী চাকরাণী আসবে—ছোঃ—

পুর। [দ্বার খুলিয়া সবিস্ময়ে] একি! একি! একি সর্ব্বনাশ হল! মন্দিরের বিগ্রহ কোথায় গেলেন?

সকলে। সেকি?—সেকি?

মীরা। হায় হায়! মহাপাপী আমি! আগমনে মোর নারায়ণ
হইলেন অন্তর্হিত মন্দির হইতে।

পুর। অদ্ভুত ঘটনা! বুঝ্‌তে পাচ্ছি না বিগ্রহ কেন অন্তর্হিত হলেন? কি পাপে তিনি আমাদের ত্যাগ করলেন?

মীরা। পিতা, মহাপাপী—আমি—
অভিমানে ফেলিয়া এসেছি আমি প্রাণের মাধবে,
তাই কালাচাঁদ বিরূপ আমার প্রতি,
হয়েছেন অন্তর্হিত মন্দির হইতে—
পাছে দেখা দিতে হয় মোরে—
এ ছার জীবনে তবে কিবা প্রয়োজন,
কালাচাঁদ নিদয় যখন?

(বিগ্রহ লইয়া কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। এই যে এনেছি দেবি! তব কালাচাঁদ,
নাও কোলে প্রাণের মাধবে; কর ক্ষমা মূর্খ এ স্বামীরে।

মীরা। দাও, দাও, মহারাণা—এত কৃপা মোর প্রতি তব,
আনিয়াছ প্রাণের মাধবে মোর? [বিগ্রহ লইয়া]
দয়াময়! দয়াময়!

এই তো পেয়েছি তোমা আর ছাড়িব না।
কলঙ্কিনী নামে আর করিব না ভয়—
কলঙ্কের মসী, ধৌত করি দিব জনমের মত।

[নেপথ্যে বংশী ধ্বনি]

ঐ—ঐ—ঐ—যে মুরলী ধ্বনি—
ঐ বাঁশরীর স্বর দিতেছে অভয়,
যাব, যাব প্রভু! দেখাইয়া দাও পথ—শ্রীমধুসূদন!

[সমাধি]

কুম্ভ। মীরা? মীরা?
শেখর। বাহ্যজ্ঞান শূন্যা দেবী—আর ডাক না পশিবে কাণে।
মীরা। (বাহ্যজ্ঞানরহিতাবস্থায়) এই তো এসেছি বঁধু প্রাণ প্রাণেশ্বর—

সেবিকার অভিসার হয়েছে সফল!
ভাসায়ে দিয়েছি ঘর—
কলঙ্কিনী—তোমার লাগিয়া—
সেবিকার লও এ কলঙ্কের ভার।
ভীষণ আঁধার, শুধু যমুনার বহে জলধার—
কল কল, ছল ছল অশ্রান্ত ঝঙ্কার;—
অদূরে গরজে অই কলঙ্ক-সাগর; অই কালিদহ—
লোক-লাজ-সমাজ-কালিয় উগারিছে বিষ,
হে কালিয়হারি, কালিয় তো মরে নাই?
আসিছে গ্রাসিতে মোরে। ভয় নাই, ভয় নাই—
অই শোনো বাঁশী দিতেছে অভয়, ডাকিছে আমায়—
আয়, ওলো আয়—কদম-তলায়, নাচিবি তো আয়
মাধবের সনে, আজি রসময়ী রাস-লীলায়—
হে রাসবিহারি হরি,—একি রূপ হেরি—
একি? একি? স্বামীরূপে তুমি সখা
গৃহ হতে তাড়ায়েছ মোরে, কৃষ্ণরূপে পদে স্থান দিবে বলি?

স্বামী—কৃষ্ণে নাহি ভেদ—স্বামী মোর জগতের স্বামী।
লুপ্ত হয়ে বিশ্ব চোখে, তুমি শুধু জাগিতেছ হরি—
অন্তরে পরাণে মনে নয়নে শ্রবণে—স্বামীরূপে মোর।
এস, এস এ তাপিত বক্ষে দেহ প্রাণ মন—
কৃষ্ণে সর্ব্ব সমর্পণ— (প্রণাম)

সকলে। জয় রাধা-মাধব! জয় রাধা-মাধব!

[মীরার প্রাণশূন্য দেহ পড়িয়া রহিল—অন্তরীক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে মীরার তিরোধান]

(মন্দিরে চতুর্ভুজ রণছোড়জীর পার্শ্বে জ্যোতির্ম্ময় যুগলমূর্ত্তির আবির্ভাব)

শেখর। লক্ষ্মী চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে—
গোবিন্দ। মাতা, মাতা—
লাল। ভগ্নি মোর, গুরু মোর—
কুম্ভ। মীরা—মীরা— (স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান)

[শূন্যে জ্যোতির্ম্ময় যুগলমূর্ত্তির আবির্ভাব]

বৈষ্ণবগণের সমবেত সঙ্গীত—

জয় জগদীশ হরে।
মধুমুরনাশন, জয় গরুড়াসন,
বৃন্দাবন-ধন, গোপিনী-প্রাণ—জয় জগদীশ হরে—
পীত-বসন-শোভা মুনিজন-মনলোভা
বঙ্কিম-নয়নাভা বিদ্যুৎদাম—জয় জগদীশ হরে॥
সুমধুর অলক-বলয়-চুড়
নূপুর-মনপুর বন-ফুল-হার—জয় জগদীশ হরে॥
জয় রাধা-বল্লভ চির-নর-দুর্ল্লভ
দেহি পদ-পল্লব হরপাপ-ভার—জয় জগদীশ হরে॥

যবনিকা পতন

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

মীরাবাঈ

শনিবার, ২৬শে শ্রাবণ ১৩৩৫ সাল।

সংগঠনকারিগণ

চিত্র-শিল্পী---শ্রীচারুচন্দ্র রায়।

শিক্ষক — { শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)।
শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

সঙ্গীতাচার্য্য---প্রোফেসার দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি সরস্বতী।

নৃত্য-শিক্ষক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহঃ „ —শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র।

বংশীবাদক— { শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
ও
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়।

হারমোনিয়ম বাদক— { শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র
ও
শ্রীচারুচন্দ্র শীল।

সঙ্গতী—শ্রীহরিপদ দাস ও শ্রীবনবিহারী পাল।

স্মারক—শ্রীগোবর্দ্ধন পাল ও শ্রীবিমলকৃষ্ণ ঘোষ।

রঙ্গপীঠাধ্যক্ষ—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বসু।

আলোক-সজ্জাকর—শ্রীফণীন্দ্রমোহন হালদার।

সজ্জাকর—শ্রীবিভূতিভূষণ দে।